রাঁচি, শুক্রবার
08:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>059 >>21 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৫৯ >> << ২১শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে বাংলাদেশ

কাঠমান্ডু ঃ নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ৬ ডিসেম্বর অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির একটি প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। ভার্চুয়াল এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তবে বৈঠকে নেপালের বিদ্যুতের দাম প্রকাশ করা হয়নি। কারণ, এই প্রস্তাব পরে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিজিপি) বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে। এর আগে চলতি বছরের ২৮ অগাস্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছিলেন, নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি প্রায় চূড়ান্ত। শীতের আগেই নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা ছিল। যাতে শীতকালে বাংলাদেশ তার উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ নেপালে রপ্তানির সুযোগ পায়। শীতকালে বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা কমে যায় এবং নেপালে তা বেড়ে যায়।

বাজার দর

SENSEX : 69521.69 -132.04
NIFTY : 20901.15 -36.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
21.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .02 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06.17 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইসরাইল হামাসঃ গাজার দক্ষিণাঞ্চলে তীব্র লড়াই

গাজা ঃ বুধবার গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলি সৈন্য ও হামাস জঙ্গিদের মধ্যে যুদ্ধ তীব্র হয়েছে। ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে চলেছে এই যুদ্ধ। আশ্রয় এবং মানবিক সহায়তা পেতে ক্রমবর্ধমান অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তারা। ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বুধবার জানিয়েছে, তারা এর আগের দিন গাজা ভূখণ্ডের প্রায় ২৫০টি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়েছে। জাতিসংঘ সোমবার বিকেল থেকে গাজায় ইসরাইলি বোমাবর্ষণ ও স্থল হামলার উল্লেখযোগ্য তীব্রতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইসরাইলকে লক্ষ্য করে হামাসের রকেট হামলা বৃদ্ধির কথা জানায়। ইসরাইলি সামরিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের বাহিনী গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খান ইউনিসকে ঘিরে রেখেছে। গাজার উত্তরাঞ্চলে হামলার পর বেসামরিক নাগরিকদের দক্ষিণে সরে যেতে বলা হয়। এরপর দক্ষিণেও যুদ্ধের বিস্তার ঘটে। কিন্তু গাজার পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ ও পূর্বে মিশর ও ইসরাইলের সাথে সীমান্ত বন্ধ থাকায় মানুষের যাবার জায়গা ক্রমশই কমে আসছে। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা বলছে, গাজায় আনুমানিক ১৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ। এর মধ্যে প্রায় ১০ লাখ মানুষ দক্ষিণ গাজায় জাতিসংঘের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক বুধবার এক ব্রিফিংয়ে বলেন, ফিলিস্তিনিরা গাজায় চরম, গভীর আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। বেসামরিক নাগরিকরা সেখানে খাদ্য, পানি ও চিকিৎসা সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে হামাসের আক্রমণে প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং প্রায় ২৪০ জন জিম্মি হয়। এর জের ধরে, গাজায় হামাসের শাসনের অবসান ঘটাতে সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরাইল। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। অপরদিকে, গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ইসরাইলের সামরিক অভিযানে গাজা ভূখণ্ডে কমপক্ষে ১৬ হাজার ২৪০ জন নিহত হয়েছে, যাদের ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু।

মণিপুরে মিয়ানমারের শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে

কলকাতা ঃ মিয়ানমার থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ বেড়েই চলেছে। মিয়ানমারে সামরিক জান্তা ও জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের কারণে পূর্ব মণিপুরের কামজং জেলায় এ পর্যন্ত মিয়ানমারের প্রায় ১ হাজার ৬৫০ নাগরিক প্রবেশ করেছে বলে মণিপুর সরকারের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। শরণার্থীদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। জেলার বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক অধস্তন সদস্য আজ বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে বলেন, প্রধানত মিয়ানমারের সাগাইং প্রদেশের তামু শহর থেকে মণিপুরের অর্ধে মোরেতে শরণার্থীরা ঢুকছে। এ পর্যন্ত মিয়ানমারের নাগরিকদের আসা বন্ধ করা যায়নি। এতে রাজ্যে কিছু নতুন সমস্যা হচ্ছে। ওই নিরাপত্তাকর্মী বলেন, 'শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের ফলে মিয়ানমারের অবৈধ নাগরিকদের 'বায়োমেট্রিক' তথ্য উপাত্ত তৈরি করার কাজ অনেকটাই ধীরে হচ্ছে। এর সঙ্গে শীত মৌসুমের বৃষ্টি গতি আরও কমিয়ে দিয়েছে।

মিয়ানমার থেকে আসা মানুষের 'বায়োমেট্রিক' তথ্য উপাত্ত তৈরি করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে তাদের চিহ্নিত করে নিজ দেশে ফেরাতে কোনো অসুবিধা না হয়।

মিয়ানমার থেকে কামজং জেলায় আসা মোট ১ হাজার ৬৩৭ শরণার্থীর মধ্যে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ হাজার ৫৯২ জনের 'বায়োমেট্রিক' করা হয়েছে। মিয়ানমারের শরণার্থীরা বর্তমানে হুমিন, ফাইকোহ, নামলি, ওয়াংলি ও কাকার মতো গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি মিয়ানমারের সামরিক জান্তার সদস্যরাও মিজোরাম দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। গত সপ্তাহের গোড়ায় সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ১০৪ সদস্য ভারতে প্রবেশ করেছিল। মিজোরাম দিয়ে ইতিমধ্যে আরও কয়েক হাজার সাধারণ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করেছে।

মণিপুরের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। কারণ, সেখানে সাত মাস ধরে জাতিগত সহিংসতার কারণে প্রায় ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষে চলতি সপ্তাহের গোড়ায় মারা গেছে ১৩ জন। হাজার হাজার মানুষ এখনো গৃহহীন।

মণিপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেইদের অভিযোগ, মিয়ানমার থেকে আসা কুকি চিন জনগোষ্ঠীর মানুষ মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের দখল নিচ্ছে, বসবাস করছে, কখনোসখনো আফিমের চাষ করছে এবং যথেচ্ছভাবে মাদক চোরাচালানে জড়িয়ে পড়ছে।

মণিপুরের আদিবাসী কুকিচীন ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রভাবশালী, মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চল তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে মিয়ানমার থেকে আসা নাগরিকেরা মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের জায়গাজমি কিনে বসবাস করছে। ফলে বাস্তুজমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ মেইতেইদের। পার্বত্য অঞ্চল সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত। তাই সেখানে জমি কিনতে পারে না সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেইরা। মেইতেইদের বড় অংশকে আদিবাসী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

মেইতেইরা অভিযোগ করে, কামজংসহ অন্যান্য জেলায় আদিবাসীর সংখ্যা অনুপ্রবেশের কারণে বেড়ে গেলে ভবিষ্যতে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হবে। কিন্তু কীভাবে এই অনুপ্রবেশ আটকানো যাবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা এখন পর্যন্ত রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ অবস্থায় বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। লাগাতার অনুপ্রবেশের ফলে সেই কাজ অনেকটা স্তিমিত। সরকারি অফিসাররা বলছেন সে কথা।

রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা

মস্কো ঃ রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ১৭ মার্চ দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে।

রাশিয়ার পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ আজ বৃহস্পতিবার দেশটির আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এই তারিখ ঠিক করেছে।

রুশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের প্রধান ভ্যালেন্টিনা মাতভিয়েনকো জানান, সিনেটররা সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এই তারিখ অনুমোদন করেছেন। রাশিয়ার দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবেন কি না, তা তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেননি। তবে তিনি আবার নির্বাচনে অংশ নেবেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাশিয়ায় ক্ষমতায় আছেন পুতিন।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরু করে রাশিয়া। রাশিয়ার এই 'অভিযান' এখনো চলছে। এমন পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে যাচ্ছে। 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরুর সাত মাসের মাথায় ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রুশ ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত করে মস্কো। অঞ্চল চারটি হলো খেরসন, জাপোরিঝঝিয়া, লুহানস্ক ও দোনেৎস্ক।

পাকিস্তানে ১৫ বছর পর নওয়াজ-সুজাত বৈঠক, আসন ভাগাভাগির পরিকল্পনা

লাহোর ঃ পাকিস্তানে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট গঠনের জন্য প্রস্তাব তৈরির ব্যাপারে সম্মত হয়েছে দেশটির দুই রাজনৈতিক দল পিএমএল-এন ও পিএমএল-কিউ। গতকাল বুধবার পিএমএল-এনের (পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ) প্রধান নওয়াজ শরিফ এবং পিএমএল-কিউয়ের (পাকিস্তান মুসলিম লিগ-কয়েদ) প্রধান চৌধুরী সুজাত হুসেন এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন।

১৫ বছর আগে পিএমএল-এন থেকে আলাদা হয়ে সাবেক সেনাপ্রধান ও স্বৈরশাসক পারভেজ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন সরকারে যোগ দেন সুজাত। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৫ বছর পর প্রথমবারের মতো নওয়াজের সঙ্গে গতকাল বৈঠক হয় তাঁর।

সুজাতের সঙ্গে বৈঠক করতে লাহোরে তাঁর বাড়িতে যান নওয়াজ শরিফ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই পিএমএল-এন প্রেসিডেঃট শাহবাজ শরিফ, দলের প্রধান সংগঠক মরিয়ম নওয়াজ শরিফসহ দলের আরও কয়েক জ্যেষ্ঠ নেতা।

আর সুজাতের সঙ্গে ছিলেন পিএমএল-কিউয়ের নেতা চৌধুরী ওয়াজাহাত হুসেন, চৌধুরী সালিক হুসেন ও শাফায় হুসেন।

বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি, তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ৪০ মিনিটের বৈঠকটি আন্তরিক পরিবেশে হয়েছে। দুই দলই একমত হয়েছে, নিজ নিজ দলের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে আলোচনার পর বিভিন্ন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে দুই দল।

পিএমএল-কিউয়ের একটি সূত্রমতে, দুই দলই জাতীয় পরিষদের চারটি ও পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের আটটি আসন ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে।

দলীয় নেতাদের সঙ্গে আরেক বৈঠকে পিএমএল-কিউয়ের প্রধান চৌধুরী সুজাত হুসেন বলেছেন, অতীতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল, তা ভুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। নওয়াজ শরিফকে নিয়ে জনগণ অনেক বড় আশা জিইয়ে রেখেছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। পিএমএল-কিউ নেতা চৌধুরী শাফায় হুসেন বলেন, নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বে পিএমএল-এনের প্রতিনিধিদল সুজাত হুসেনের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন।

শাফায় হুসেন আরও বলেন, জাতীয় পরিষদের চারটি ও প্রাদেশিক পরিষদের আটটি আসনের বিষয়টি এরই মধ্যে পিএমএল-কিউ মিটমাট করে ফেলেছে। পিএমএল-কিউয়ের প্রার্থীরা 'ট্রাক্টর' প্রতীকে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নেবেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অভিযান

ভারতের সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে অমৃতসরে শিখদের কাছে ধর্মীয়ভাবে সবচেয়ে পবিত্র স্বর্ণ মন্দিরে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে

খালিস্তানঃ ভারতের শিখ স্বাধীনতা আন্দোলন এখন কোথায় দাঁড়িয়ে?

লন্ডন ঃ যুক্তরাষ্ট্র একজন ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে এমন এক ঘটনায়, যেখানে আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন যে, অজ্ঞাতনামা এক ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তার নির্দেশে একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীকে হত্যার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

জুন মাসে ইউরোপে আটক এক ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে গত বুধবার অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এর দুই মাস আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, ভ্যাংকুভারের কাছে এক শিখ আন্দোলন কর্মীর হত্যাকাণ্ডের সাথে ভারত জড়িত থাকতে পারে, এমন বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে। সেই থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং চীনের প্রভাব মোকাবেলায় ভারতের সাথে বড় ধরণের অংশীদারিত্ব চাইছেন, সে সময় এই অভিযোগ অত্যন্ত স্পর্শকাতর সন্দেহ নেই। শিখ স্বাধীনতা আন্দোলন বা খালিস্তান আন্দোলন নিষিদ্ধ করেছে ভারত। তারা কানাডায় ঐ হত্যাকাণ্ডে কোনো ভূমিকা অস্বীকার করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ভারত যাচাই করছে এবং ঐ অভিযোগকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে।

সত্তর এবং ৮০'র দশকে ভারতে শিখ স্বাধীনতা আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপ নেয়। শিখ অধ্যুষিত উত্তরের পাঞ্জাব রাজ্যে মূল আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ১.৭ শতাংশ শিখ। এক দশকের বেশি সময় ধরে ঐ বিদ্রোহ চলে। ভারত সরকার ঐ আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করে যাতে কিছু শিখ নেতাসহ হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়।

ভারতের সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে অমৃতসরে শিখদের কাছে ধর্মীয়ভাবে সবচেয়ে পবিত্র স্বর্ণ মন্দিরে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে। ঐ অভিযানে সরকারি হিসাব মতে প্রায় ৪০০জন নিহত হয়। শিখ গোষ্ঠিগুলোর হিসাব মতে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন শিখ জঙ্গী নেতা জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে, যাকে ভারত সরকার ঐ সশস্ত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য দায়ী করে। এরপর স্বর্ণ মন্দিরে সেনা অভিযানের আদেশদানকারি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর তার দুই শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে বিশেষ করে দিল্লীতে শিখ বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয় যাতে হিন্দুরা বহু শিখকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

খালিস্তান আন্দোলন কি এখনও সক্রিয়?

পাঞ্জাবে সক্রিয়ভাবে এখন কোনো বিদ্রোহ নেই। তবে ভারতের ঐ রাজ্যে এবং প্রবাসে বসবাসকারি শিখদের মধ্যে খালিস্তান আন্দোলনের কিছু সমর্থক আছে। ভারত সরকার গত কয়েক বছর বারবার সতর্ক করে বলেছে যে, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আবার সক্রিয় হবার চেষ্টা করছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকার শিখ স্বাধীনতা আন্দোলনের কিছু নেতাকে গ্রেফতার করেছে। বিতর্কিত কৃষি আইনের বিরুদ্ধে ২০২০ সালে দিল্লীতে কৃষকদের যে ধর্মঘট হয়, তাতে অংশ নেয়া শিখদের ভারত সরকার খালিস্তানি বলে হেয় করার চেষ্টা চালায়। পরে চাপের মুখে সরকার ঐ আইন বাতিল করে। বছরের শুরুর দিকে ভারতের পুলিশ শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী এক নেতা অমরিতপাল সিংকে গ্রেফতার করে।

ভারত প্রবাসে শিখ সক্রিয় কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবার জন্য কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেনের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে আসছে। মোদি নিজেই ঐসব দেশের নেতাদের কাছে এই বক্তব্য রেখেছেন। শিখ বিক্ষোভকারিরা বছরের শুরুর দিকে লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনে ভারতের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে এবং অমরিতপালের গ্রেফতারের নিন্দা জানায়। সানফ্রান্সিসকোতে ভারতের কনস্যুলেটে বিক্ষোভকারিরা ভাংচুর করে এবং দূতাবাস কর্মীদের সাথে হাতাহাতি করে।

ভারত সরকার ঐসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়।

ভারত সরকার কানাডায় হিন্দু মন্দিরে ভারতবিরোধী গ্রাফিটি লেখার জন্য এবং অটোয়ায় ভারতীয় হাই কমিশনে হামলার জন্য খালিস্তান সমর্থকদের দায়ী করে।

গত বছর শিখ জঙ্গী নেতা এবং খালিস্তান কমান্ডো ফোর্সের নেতা পরমজিৎ সিং পাঞ্জওয়ার পাকিস্তানে গুলিতে নিহত হন।

উত্তর দিনাজপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের ডালে ঝুলছিল এক যুবকের দেহ

উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়া গাছের ডালে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গাছে ঝুলে রইল যুবকের দেহ। কয়েক ঘন্টা পর ইসলামপুর থেকে দমকল বাহিনী গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা বলে অভিযোগ গ্রাম বাসিন্দা দের ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার মুকুদমি এলাকায়। মৃত ওই যুবকের নাম দিলদার মহম্মদ (২৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গ্রামের উপর দিয়ে গিয়েছে ১১ হাজার বিদ্যুতের তার। গ্রামবাসীরা কয়েক মাস আগে সেই বিদ্যুতের তার সরানোর জন্য চোপড়া বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়ে ছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু রবিবার গাছের ডাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গাছে ঝুলে রইল যুবকের দেহ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। এরপর ইসলামপুর থেকে দমকল বাহিনী গিয়ে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে চোপড়া থানার পুলিশ। গ্রাম বাসিদের অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। তাই যুবকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও বিদ্যুতের তার সরানোর জন্য সরব হয়েছে গ্রামবাসীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

[illegible]

কলকাতা ঃ গতকাল রাতে ভুট্টা নিয়ে বিহার থেকে ঠাকুরপুকুর আসার পথে ঠাকুরপুকুর ৩ক বাসস্ট্যান্ডের কাছে পন্যবাহী গাড়িটিকে আটকায় পুলিশ। এরপরই গাড়ি চালকদের কাছ থেকে ২০০ টাকা যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশের দাবি মত ২০০ টাকা দিতে রাজি হননি গাড়ির চালকরা। গাড়ির চালকরা ২০০ টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় গাড়িটিকে সাইড করতে বলা হয়। তারপরে পুলিশ কর্মী অপর এক অফিসারের কাছে নিয়ে যায় গাড়ির চালকদের। তখনই অপর পুলিশ অফিসার গাড়ির চালকদের বলে ২০০ টাকা দিতেই হবে,২০০ টাকার কমে আমরা নিই না। আমরা মনে করলে গাড়িতে ১০৮ রকমের কেস দিতে পারি। আমাদের সহযোগিতায় আপনারা রাস্তায় চলছেন। তারপরেই পুলিশ কর্মীরা দেখে গাড়ির চালকরা ফোনে তাদের ভিডিও করছে। তাদের ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। এরপর একজন চালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। এরপর ওই ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় দুই পুলিশ কর্মী। আজ ঠাকুরপুকুর থানার সামনে ওই গাড়ির চালকসহ তাদের সংগঠনের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায় এবং গোটা ঘটনা ঠাকুরপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বিধানসভা চলাকালীন বিজেপি নেতাদের জাতীয় সংগীত অবমাননা করা কে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ কর্মসূচি

কলকাতা ঃ ৩ ডিসেম্বর লেডি জাকরিন ভিক্টোরিয়া হসপিটাল এর কাছে আইএনটিইউ সি সেবা দলের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচির মূলত বিষয় হয় কয়েকদিন আগে বিধানসভার চলাকালীন বিজেপি নেতাদের জাতীয় সংগীত অবমাননা করা কে কেন্দ্র করে আজ বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে পথে নেমেছে আইএনটিইউসি সেবা দল এর পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিইউসি সেবা দলের প্রমথ পান্ডে সহ সমস্ত কর্মী সমর্থকেরা।

চার রাজ্যের ভোট গননা

কলকাতা ঃপাঁচ বছর আগেও এরকমই পরিস্থিতি ছিল। সেবারে বিজেপির ভালো হয়নি কিন্তু লোকসভায় ভালো হয়েছিল। এবারে বিধানসভাতেও বিজেপির রেজাল্ট ভালো হবে আশা করি। তবে লড়াই আছে। এই তিন চারটে রাজ্যে কংগ্রেসের অস্তিত্ব রয়েছে। বিজেপিও পুরো টক্কর দিচ্ছে।

আবারও সুন্দরবনের আয়োজিত হতে চলেছে পাখি উৎসব

সুন্দরবন ঃ দ্বিতীয়বারের জন্য সুন্দরবনের শুরু হতে চলেছে পাখি উৎসব ২০২৪।সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও বন দফতরের উদ্যোগে এই উৎসব হবে। পাখি প্রেমীদের উৎসাহ এবং পাখি উৎসবের সুফলকে মাথায় রেখে আগামী বছরের শুরুতে পাখি উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সুন্দরবনে।২০২৪ সালে ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে এই উৎসব চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত এমনটাই জানা গিয়েছে বন দপ্তরে আধিকারিকেরা।প্রথম বার পাখি উৎসবের রিপোর্ট বিচার বিশ্লেষণ করে বন দফতর জানিয়েছিল, ১৪৫ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে সুন্দরবনে।৫০০০ বেশি পাখির দর্শন পেয়েছিলেন উৎসবে যোগদানকারী পাখিপ্রেমীরা। গত বার তিন দিন ধরে এই উৎসব চললেও এ বার উৎসব চার দিনের হবে বলেই জানিয়েছেন বনকর্তারা।সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন,গত বছর এই পাখি উৎসবে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। আর সে কারণে আবার এই বছর পাখি উৎসবের আযাজেন করা হয়েছে। পাখিদের জন্য যাতে নিরাপদ স্থান হয়ে উঠতে পারে এই সুন্দরবন সে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পাখিদের সংরক্ষণই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য। সুন্দরবনের গোসাব সজনেখালীতে এই উৎসবের শুভ সূচনা হবে।গত বছর যেখানে ৬টি দলে ৩৪ জন পাখিপ্রেমী উৎসবে যোগদান করতে পেরেছিলেন। গত বছরের সাফল্যকে মাথায় রেখে এ বার ৮টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে বলে বন দফতর জানিয়েছে। ফলে আর ও বেশি পক্ষীপ্রেমীরা পাখি দেখার সুযোগ পাবেন। গত বার ৫০৬৫টি পাখির দেখা পেয়েছিলেন যোগদান কারীরা। সে বার শীতের একেবারে শেষ লগ্নে উৎসব হয়েছিল। এ বার আরও প্রায় মাসখানেক আগে এই উৎসব হওয়ায় এবং বেশি দিন ধরে হওয়ায় আরও অনেক বেশি পাখির দর্শন মিলবে বলে আশা বন দফতরের।গত বছরের পাখি উৎসব থেকে বন দফতর বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো পাখি কূলকে রক্ষার জন্য। শীতে যে সমস্ত পরিযায়ী পাখি সুন্দরবন এলাকায় আসে, তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে।যাতে কোনও ভাবেই কেউ পাখি শিকার না করে, সে দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। শুধু সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা নয়, আশ পাশের লোকালয়গুলিতেও পাখিদের নিরাপত্তা বাড়াতে গ্রামবাসীদের সচেতন করার কাজ শুরু হয়েছে। কিভাবে এই উৎসবে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন সেটিও জানালো বন দপ্তর। বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মূলত অনলাইনে এর মাধ্যমেই আপনারা আবেদন করতে পারবেন এই উৎসবের যোগদান করার জন্য www.sundarbantigerreserve.org www.wildbengal.com এই ওয়েবসাইট দু'টি বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে আবেদনকারীদের জন্য। পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন পাঠানো যাবে। মাথাপিছু খরচ প্রায় ১০ হাজার টাকা।এই দুটি ওয়েবসাইটে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে বন দফতরের তরফে।আর সুন্দরবনে আবার পাখি উৎসব হবার খবরে খুশির হাওয়া পাখি প্রেমীদের কাছে।

বর্ধমানে মা কার্ণিভাল সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে

বর্ধমান ঃ বর্ধমানে মা কার্ণিভাল সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে।উপস্থিত ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন,মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চেট্যার্জী,ডিএসপি ট্রাফিক টু রাকেশ কুমার চৌধুরী, বিধায়ক খোকন দাস,জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল সহ অনান্যরা।এদিন মঞ্চ থেকেই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ যাত্রাপালা করলেন।তার যাত্রা দেখে মুগ্ধ সকলে।পাশাপাশি মন্ত্রী ইন্দ্রনিল সেন গান গেয়ে মঞ্চ মাতালেন ।একথায় বলা যায় আজ দুই মন্ত্রী মা কার্ণীভালের মঞ্চ কাপালেন।এদিনের মঞ্চ থেকে বিধায়ক খোকন দাস প্রথম পুরস্কার তুলে দিলেন লাল্টু স্মৃতি সংঘকে। লালটু স্মৃতি সংঘের কর্মকর্তাদের হাতে চার লক্ষ টাকার চেক এবং সুন্দর ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে বর্ধমানের সবুজ সংঘ এবং আলমগঞ্জ বারোয়ারি। এদের কর্মকর্তাদের হাতে তিন লক্ষ টাকার একটি করে চেক এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ন্যাচারাল সিটি পুজো কমিটিকে দু'লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। কমিটির পক্ষে খুদে সদস্যরা পুরস্কার গ্রহণ করে। চতুর্থ হয়েছে লক্ষ্মীপুর মাঠ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। পঞ্চম হয়েছে তেলিপুকুর সুকান্ত স্মৃতি সংঘ। চতুর্থ থেকে দশম স্থানাধিকারীদের প্রতিটি কে এক লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি প্রদান করা হয়। এবছর মোট ২৭ পুজো কমিটি কার্ণিভালের শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

আগামীতে জেলের মধ্যেই ক্যাবিনেট মিটিং হবে কৃষ্ণনগরে বললেন সুকান্ত মজুমদার

নদিয়া ঃআগামীতে তৃণমূলের সব নেতামন্ত্রীরা জেলের ভিতর থেকে ক্যাবিনেট মিটিং করবেন। সম্প্রতি বর্ধমানের একটি সমবায় ব্যাংকে প্রচুর পরিমাণে বেনামী একাউন্ট উদ্ধার হয় সেই প্রসঙ্গে শনিবার বিকেলে নদিয়ার কৃষ্ণনগর টাউন লাইব্রেরী ময়দানে বিজেপির এক প্রকাশ্য জনসভায় যোগদান করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও আগামী দিনে এই ধরনের বহু একাউন্টও বেনামি সম্পত্তি ও উদ্ধার হবে বলে দাবি করেন তিনি। এছাড়াও অধীর চৌধুরী অধ্যক্ষ কে চিঠি দিয়ে মহুয়া মৈত্রকে বহিস্কার করলে চরম শাস্তি হবে, অশ্লীল আচরণের বিষয়ে কি নিয়ে লোকসভায় পর্যালোচনা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বাবু বলেন, এরাজ্যে অধীর বাবুরা তৃণমূলের বিরোধিতা করলেও দিল্লির পাপ্পু আর রাজ্যের আপ্পু একসাথে মিটিং করেন। এখানে সামনাসামনি বিরোধিতা করলেও পাপ্পু সবই এক। এদের একটাই উদ্দেশ্য নিজেদের পরিবারকে লালন পালন করতে গেলে মোদীজিকে সরাতে হবে। চৌকিদার থাকলে চোর চুরি করতে পারবে না। এদিনের প্রকাশ্য জনসভায় যোগ দিয়ে কার্যত এ ভাবেই তির্যক ভাষায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সহ কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা করেন সুকান্ত মজুমদার। এদিন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের গড় কৃষ্ণনগরে এসে বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও আক্রমণ করতে দেখা গেল বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে। ক্যাশ অ্যান্ড কয়ারি কিছু সহ মা কালী প্রসঙ্গ টেনে এনে এই দিন ফের মহুয়া মৈত্রকে আক্রমণ করলেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি প্রসঙ্গে করা প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায় তাকে। সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও এদিনের সবাই উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস সহ রাজ্য বিজেপির কিষান মোর্চার সভাপতি মহাদেব বিশ্বাস সহ অন্যান্য জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

বহিরাগত উপদ্রবের বিরুদ্ধে বর্ধমান স্টেশন চত্বরেই বিক্ষোভ দেখালেন রেল কোয়ার্টারের আবাসিকেরা

বর্ধমান ঃ বহিরাগত উপদ্রবের বিরুদ্ধে বর্ধমান স্টেশন চত্বরেই বিক্ষোভ দেখালেন রেল কোয়ার্টারের আবাসিকেরা।তাদের দাবি রাতবিরেতে আক্রমণ করা হচ্ছে পরিবারের উপর। বিহিতের দাবিতে তারা উচ্চস্তরের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।এরা সকলেই পূর্ব রেলের ড্রাইভারদের পরিবারের লোক। পূর্ব বর্ধমানে রেলওয়ে কোয়ার্টারে যে সমস্ত রেলওয়ে ড্রাইভারদের পরিবারে লোকজন থাকেন তারা নিরাপত্তার অভাবের কথা তুলে ধরে বিক্ষোভ আন্দোলন করলেন রেলওয়ে ড্রাইভার কক্ষ অফিসের সামনেই। তাদের দাবি রেল প্রশাসন যাতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তাদের হুমকি যতক্ষ্ণ দাবি মানছেন না রেল কর্তৃপক্ষ তারা অনড় থাকবেন। অভিযোগ রাতে বেশ কিছু বহিরাগত মানুষ রেলওয়ে কোয়ার্টারে ঢুকে কিছু পরিবারের লোকজনকে মারধর করে। পরে তাদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। তারা দাবি করেছেন যারা এরকম ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এই দাবি নিয়েই বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল রেলওয়ে ড্রাইভার এবং তাদের পরিবারের লোকজন।

কুকথা তৃণমূল কংগ্রেসের

কলকাতা ঃ জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা, ডঃ বি.আর.আম্বেদকরের অবমাননা এবং আদিবাসীদের অপবিত্র বলা বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আয়োজন করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস । প্রতিবাদ সভা থেকে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে কুকথা বলতে শোনা যায় জেলা তৃণমলের নেতা দেবু টুডু সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বদের। এদিনের মঞ্চ থেকে বিজেপি দলকে বদ্ধউন্মাদ ও নেতাদের পশুর সঙ্গে তুলনা করেন তৃণমূল নেতা দেবু টুডু।

নিখোঁজ পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের গ্রুপ ডি বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মী

পানিহাটি ঃ প্রতিদিনের মতো আজ সকাল ৯ টা নাগাদ কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রওনা হয় বছর ৩২ এর যুবক সুদীপ রাজবংশী। পেশায় তিনি পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের গ্রুপ ডি বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মী। নিজের সংসার চালানোর জন্যে মাছের ব্যবসাও করতেন তিনি। অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন সুদীপ। ঘোলা চৈতন্য নগরের বাসিন্দা সুদীপ রাজবংশী। এলাকায় রঘু নামে পরিচিত সে। কাজে না আসায় হাসপাতাল থেকে বাড়িতে দুপুরে ফোন করতে জানা যায় আজ সুদীপ কাজেও অনুপস্থিত ছিলেন। তবে কোথায় গেছেন বা কি কারণে নিখোঁজ। এই বিষয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। দুশ্চিন্তায় সুদীপের গোটা পরিবার। পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে ঘোলা থানায়।সকাল ৯ টা নাগাদ বাড়িতে বেরোনোর পর থেকে সময় অতিক্রান্ত হলেও কোনো উত্তর মিলছে না সুদীপের। তারপরে রাত পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বাড়ি ফেরেননি তিনি। সুদীপের ফোনের দুটি নাম্বারই বন্ধ বলছে। নেই কোন শত্রুতা, বাড়তি চাপ ও নেই, মানসিক অবসাদে ও ভুগছিলেন না তিনি , এমনই প্রতিক্রিয়া পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের গ্রুপ ডি বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মী সুদীপের পরিবারের। কোন ঝুর ঝামেলায় জরাতেন না তিনি। বাড়ি এবং কাজের বাইরে তার আলাদা কোনো জগত ছিল না সুদীপের জীবনে। , তবে শুক্রবার সকাল থেকে হঠাৎই তার উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন, তাকে খুঁজে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে পরিবার ও তার সহকর্মীরা।

ডিজি রেঙ্ক এর অফিসারদের ভুয়ো ফেসবুক একাউন্ট খুলে তাদের নিচু তলার অফিসারদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে সমস্যার কথা জানিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার প্রতারণা চক্রের এক পান্ডাকে গ্রেফতার করলো বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

.বিধাননগর ডিজি রেঙ্ক এর অফিসারদের ভুয়ো ফেসবুক একাউন্ট খুলে তাদের নিচু তলার অফিসারদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে সমস্যার কথা জানিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার প্রতারণা চক্রের এক পান্ডাকে গ্রেফতার করলো বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। রাজস্থান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আজ তাকে বিধান নগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।পুলিশ সূত্রে খবর......বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের নজরে আসে রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালভূমের নামে একটি ফেক ফেসবুক একাউঃট খোলা হয়। এবং সেখান থেকে তার নিচু তোলার কর্মীদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হচ্ছে। যারা এই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করছে তাদেরকে মেসেঞ্জারে এসএমএস করা হচ্ছে যে তিনি একটি মিটিংয়ে রয়েছেন ফোন করতে পারছেন না তিনি একটি সমস্যার মধ্যে পড়েছেন তার টাকার প্রযোজন। তাড়াতাড়ি সেই টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। এই বিষয়টি নজরে আসতেই বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ ২৮ ৮ ২০২৩ তারিখে একটি সুয়ো মোটো কেস করেন। তদন্ত শুরু করে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে এই চক্রটি রাজস্থান থেকে চালানো হচ্ছে। এরপরেই বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের একটি টিম রাজস্থান গিয়ে অভিযুক্ত যুবক রাহিস কে গ্রেফতার করে। তিন দিনের ট্রানজেট রিমান্ডে তাকে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ নিয়ে আসে। আজ তাকে বিধাননগর মহাকুমা আদালতে তোলা হবে। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে শুধু এই রাজ্যে নয়, বিভিন্ন রাজ্যের ডিজি র‍্যাঙ্কের অফিসারদের ফেক ফেসবুক একাউঃট খুলে তাদের নিচু তলার কর্মীদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিত। যারা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করতো তাদের কাছে বিভিন্ন অজুহাতের টাকা ডিমান্ড করতো। এইভাবে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে এই যুবক প্রতারণা করেছে। পুলিশ মনে করছে এই চক্রের সাথে একটি বড় গ্যাং রয়েছে। সেই বিষয়ে জানতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বিধান নগর মহাকুমা আদালতে তুলে আজ তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে।

নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃ ভ্রমণে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

নিউটাউন ঃসাত বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা, সোমবারে পাঁচ বিধায়ককে তলব এইসব ফালতু ঝামেলায় ফালতু বিতর্কে আমাদের পার্টির লোকেরা জড়াবে না, কিন্তু শোভন দেব বাবুর মতন লোককে এর মধ্যে ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে উনি কেন এর মধ্যে পড়তে যাচ্ছেন। যার পার্টির নেতা নেত্রী জাতীয় সংগীত জানেনেই না গাইতে জানেন না পুরোটা মুখস্ত নেই তারা অন্যদেরকে রাস্তা দেখাচ্ছে। শোভন দেববাবু উনার মতন ভদ্রলোক এর মধ্যে পড়ছেন নিজেকে বদনাম করছেন।বিজেপি বিধায়করা ছিলেন না তাদের বিরুদ্ধেও এফ আই আর দেখা গেছে শুনেছি আমি আমার খড়্গাপুরের বিধায়ক হিরন সে ছিল না তার বিরুদ্ধেও নাম ও দেওয়া হয়েছে,এই পুরোপুরি প্রতিহিংসা পরায়ণ, যদি চক্রান্ত করতে হয় সেটাও গুছিয়ে করা উচিত। সে যোগ্যতাও এদের নেই। এই সমস্ত আলতু ফালতু কাজ করে লোক হাসানো হচ্ছে।তৃণমূলের দাবি, বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দিলীপ বিজেপি কিন্তু শুভেন্দু বিজেপি এবং সুকান্ত বিজেপি ফ্লপ এইসব দিবাস্বপ্ন তৃণমূল অনেক দিন ধরে দেখচে , এদের পার্টিটা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে সেইটা দেখছে না। কে বুড়ো কে ছড়া সেই নিয়ে লড়াই চলছে। নিজের পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কামান দাকছে। বিজেপি কে দেখতে হবে না বিজেপি অনেক বড় পার্টি, কল্পনাও করতে পারবে ন কত গভীরে শিকড় আছে। বিজেপি তো তিন জন নেতা আছে। যিনি নেতা তিনি ভেতরে ঢুকে গেছেন, নতুনদের কেউ স্বীকার করছে না। এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসুন তারপর বিজেপিকে নিয়ে ভাববেন।বিধানসভায় ও সৌজন্যতা। দিলিপের সাথে দেখা করলেন না শুভেন্দু বিরোধী দলনেতাকে তো ওনারা সাসপেন্ড করে রেখেছেন, তাও তো উনি গেছেন তার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি জানি উনি যাবেন উনি জানেন আমি যাব। আমি গেছি বিধায়কদের সাথে দেখা করতে প্রত্যেকবারই যাই বিধায়কদের সাথে দেখা হয়েছে আমার।কল্যাণী এমস নিযােগ দুর্নীতি ফের সিআইডির তলব দুই বিজেপি এমএলএ কেআটজনকে ভরবেন বলেছিলেন, একজনকেও ভরতে পারবেন না। এই সমস্ত চক্রান্ত চলছে সাজানো ঘটনা মানুষও জানেন, দুই চার দিন পুলিশ দৌড়াদৌড়ি করবেন , না আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছেন না তৃণমূল নেতাদের রক্ষা করতে পারছেন। এর মধ্যে পড়ে পুলিশ আরো বড় হচ্ছে সেই জন্য বিজেপিকে চক্রান্ত করে কেউ কিছু করতে পারবেন না।দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক ব্যক্তি ১৬ সালে মৃত্যু হয় কিন্তু স্বাস্থ্য সাথীতে নাম উঠেছে ২০১৯ সালে ,২০২৩ সালে রেশনে তার নাম উঠেছেসবই আছে এইখানে পেনশনও পাচ্ছে মৃত ব্যক্তিও পাচ্ছেন আবাস যোজনা সুবিধা ও পেয়েছেন, কিষান সম্মান নিধি ও পাচ্ছেন, বাকি যা যা হতে পারে তার নামে সব অর্ধেক ভুযো কার্ড, কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো টাকা তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত ভুয়ো নাম দিয়ে তুলে নিচ্ছে। যদি তদন্ত হয় দেখবেন ৬২ লক্ষ রেশন কার্ড ভুযো বেরিয়েছে। সাড়ে ১৪ লক্ষ জব কার্ড বেরিয়েছে। পুরো ভুযােদের সরকার চলছে।

চাকরি প্রার্থীদের অবস্থানে পুলিশের ভূমিকা

কলকাতা ঃ চাকরিপ্রার্থীরা বছরের পর বছর লড়াই করছে তাদের অধিকারের জন্য এটাতো একটা উদাহরণ। নিঃসন্দেহে আপনারা তাদের হকের জন্য লড়াই করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথায় কথায় হকের কথা বলেন, দিল্লি চলে যাচ্ছেন দিল্লির বিরুদ্ধে ধরনা দিচ্ছেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যারা অধিকার দাবি করছে তাদের কথা কেন শোনেন না? তাদের সাথে কেন কথা বলেন না? হয়তো উনি সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। কিন্তু তাদেরকে প্রত্যাশা দেওয়া হয়েছিল তারা পরীক্ষায় বসেছে বারে বারে পাস করেছে তাদেরকে কেন বঞ্চিত করা হবে? পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। স্কুলে ছাত্র নেই তার কারণ ভালো শিক্ষক নেই। নিযােগও হচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা ডুবে যাচ্ছে। বেসরকারি স্কুল পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠছে। বেশি পয়সা দিয়ে লোককে পড়াতে হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো কিন্তু এখানে সরকারি স্কুলকে সবাই এড়িয়ে চলছে।

জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা অভিযোগে বিজেপির বিধায়কদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

কলকাতা ঃ এসব ড্রামা চলবে। উনি আর কিছু করতে পারছেন না তার নেতা মন্ত্রী এমএলএ এমপিরা সব ইডি সিবিআই এর কেসে ফেঁসে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। বিজেপি কে চমকানোর চেষ্টা করছে কোন লাভ হবে না।

বিধানসভায় এর আগে উনি প্রতিবাদ করেছিলেন বলে উনার উপর ধাক্কা মারা হয়েছিল। ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। সেই স্মৃতি হয়তো উনি ভোলেননি। যারা স্বৈরাচারের কথা বলে তারাই স্বৈরাচারী মানসিকতা দেখাচ্ছে বিধানসভায়। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। এর আগেও হয়েছিল। তখন সিপিএম কংগ্রেস ছিল। এখন বিজেপি আছে। বিজেপি বিরোধিতা করছে। মানুষের আওয়াজ তোলার জন্য সেখানে গিয়েছে। সেই লড়াই আমরা করছি। ধমকে চমকে পুলিশ ডাকা হচ্ছে। বিধানসভার স্পিকারের কি ক্ষমতা নেই জাতীয় সংগীতের অবমাননা হলে পদক্ষেপ করার। কেন করছেন না? পুলিশ ডাকা হচ্ছে কেনও? অন্য সময় তো সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। আমাদের বিধায়কের পটাপট। এখন সেটা করার সাহস নেই তাই অন্যভাবে তাদেরকে বিরক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নবনির্মিত রাস্তার কাজ চলাকালীনই উঠে যাচ্ছে পিচের চাঙ্গর।রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

মালদা ঃ নবনির্মিত রাস্তার কাজ চলাকালীনই উঠে যাচ্ছে পিচের চাঙ্গর।রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। কাঠগড়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা। সঠিকভাবে রাস্তা নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর।মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের শান্তি মোড় থেকে স্বরূপগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল ছিল। এলাকাবাসীর দাবি ছিল রাস্তা সংস্কারের।পূর্ত দপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি টাকা অর্থে শুরুও হয়েছে প্রায় ১২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ। কিন্তু সেই রাস্তার কাজ চলাকালীনই উঠে এলো দুর্নীতির অভিযোগ। নির্মীয়মান রাস্তায় উঠে যাচ্ছে পিচ। সঠিকভাবে নিয়ম না মেনেই তৈরি হচ্ছে রাস্তা। এলাকাবাসীর প্রশ্ন তবে এমন কাজ করে কি লাভ?সঠিকভাবে রাস্তা নির্মাণের দাবিতে শনিবার সকালে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। এই প্রসঙ্গে চাঁচল মহকুমার এসডিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

গাজোল ব্লকে সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভার ১৯ তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো

মালদা ঃ গাজোল ব্লকে সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভার ১৯ তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। আর এই সভার গাজোলের বামোনগোলা মোড় থেকে পদ যাত্রা হয়। এরপর ৫১২ নং জাতীয় সড়ক হয়ে র‍্যালিটি গাজোল বিদ্রোহী মোড় হয়ে, গাজোল কদুবাড়ি সংলগ্ন বেসরকারি লজের সামনে শেষ হয়। এরপর ওই সংগঠনের প্রতিবাদ সভাটি শুরু হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুভাষ নস্কর, রাজ্য কমিটির সম্পাদক সাকিবউদ্দিন সরকার সহ অন্যান্যরা। এদিনের প্রতিভা সভায় স্যারের কালোবাজারি বন্ধ করা, কৃষকদের ন্যায্য ফসলের দাম দেওয়ার সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে দিল্লিতে যাওয়ার পুরস্কার

মালদা ঃঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে দিল্লিতে যাওয়ার পুরস্কার। মালদার দুই শ্রমিক পরিবারের হাতে পূর্ব ঘোষণা মত ১০০ দিনের কাজের অর্থ তুলে দেওয়া হলো তৃণমূলের পক্ষ থেকে। শনিবার জেলা পরিষদের সভাপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন ও জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি মালদার গাজলের পাইপ পাড়ায় দুই শ্রমিক পরিবারের হাতে টাকা তুলে দেন। দুর্নীতির টাকা থেকে এই সাহায্য কটাক্ষ বিজেপির।উল্লেখ্য রাজ্য জুড়ে ২০২১ সাল থেকে ১০০ দিনের টাকা বন্ধ হর যায়। এরপর মালদা সফর এসে সেই টাকা ফেরতের দাবি দিল্লিতে ধর্নার কথা ঘোষনা করন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সেই মত চলতি বছরের ২রা নভেম্বর বাংলা থেকে কয়েক হাজার মানুষ নিয়ে দিল্লিতে ধর্নার দেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। এরপর টাকার দাবিতে বাংলায় রাজভবন ঘেরা ও করে। সেই মত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লিতে ধর্নায় সামিল হয়েছিলেন মালদার দুই শ্রমিক পরিবার। তাদেরও ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যারা দিল্লিতে আন্দোলন করতে যাবে যে পরিমাণ টাকা আটকে রয়েছে সেই টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই মতো এদিন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব মালদার গাজলের এই দুই শ্রমিক পরিবারের বাড়িতে যান এবং তাদের হাতে টাকা তুলে দেন আর সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে বিজেপির উদ্দেশ্যে বিশদগার করেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি।১০০ দিনের টাকা ফেরত পাওয়া ফরিদা বিবি জানান,১০০ দিনের নার্সারির কাজ করে ছিলেন। সেই টাকা পাচ্ছিলেন না। ফলে সংসার চালাতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। এই টাকা ফেরত পেয়ে খুশি।আব্দুর রহিম বক্সী বলেন,নীতিহীন নীতি ভ্রষ্ট একটা সরকার কেন্দ্রে আসীন আছে। আমাদের একশো দিনের প্রাপ্য আইন সিদ্ধ টাকা সেই টাকা দিচ্ছেন না। আমাদের নেতা সমস্ত জবকার্ড হোল্ডার দের নিয়ে দিল্লি অভিযান করেছিলেন। সেখানে ঘোষনা করেছিলেন সেই টাকা আমরা দেবো সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। সেই টাকা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। কেন্দ্র বঞ্চনা করছেন।১০০ দিনের কাজের টাকা ও আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে না আর এ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।পাল্টা তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি।তিনি বলেন তৃণমুল পশ্চিমবঙ্গের খেটে খাওয়া মানুষেরসঙ্গে ভাঁওতাবাজি করছে।দুই একজন করে প্রতি জেলায় জবকার্ডের টাকা দিচ্ছেন। সেটা ক্যাশ টাকা দিচ্ছেন। আমার নিশ্চিত ধারনা তৃণমুল কংগ্রেস যে দূর্নীতি করেছে সেই টাকা। আজকে তৃণমুল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা ১০০ দিনের কোটি কোটি টাকা দূর্নীতি করেছেন কাজ না করে আর তার হিসাব চাইতে তৃণমুর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। নরেন্দ মোদী সরকার বলেছে সেই টাকা যাতে চুরি করতে না পাড়ে তাই হিসাব দেন টাকা নেন বলেছে। আর তৃণমূল সেট নিয়ে রাজনীতি করছে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। তাই একদিন অনুপস্থিত ছিলেন অফিসে। অনুপস্থিত থাকার জন্য শাস্তি গুনতে হল এক বন সহায়ক কর্মীকে

মালদা ঃ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। তাই একদিন অনুপস্থিত ছিলেন অফিসে। অনুপস্থিত থাকার জন্য শাস্তি গুনতে হল এক বন সহায়ক কর্মীকে। মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের মধ্যেই বন সহায়ক কর্মীকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার প্রদীপ কুমার গোস্বামীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ইংলিশ বাজার থানায় ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে আক্রান্ত বন সহায়ক কর্মী সুকুমার মন্ডল বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে সুকুমার মন্ডল মালদার মানিকচক থানার রামনগর জোতপাট্টা এলাকার বাসিন্দা। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ায় একদিন অফিসে যেতে পারেননি তিনি। একদিন অফিসে কেন তিনি উপস্থিত হননি তড়িঘড়ি ফোন করে পরের দিন ওই সহায়ক কর্মীকে মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে ডেকে পাঠান রেঞ্জ অফিসার প্রদীপ কুমার গোস্বামী বলে অভিযোগ। এরপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় তাকে। প্রতিবাদ করায় ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার প্রদীপ কুমার গোস্বামী সহ কয়েকজন মিলে বাঁশ দিয়ে তাকে বেধড়ক পেটায় বলে অভিযোগ। হাতে এবং পায়ে চোট পাই ওই বন সহায়ক কর্মী সুকুমার মন্ডল। পরিবারের সদস্যরা সুকুমার মন্ডলকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ইংলিশ বাজার থানায়। তবে এই বিষয় ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার প্রদীপ কুমার গোস্বামী সংবাদমাধ্যমে কিছু বলতে চাননি। এদিকে এই বিষয়টি নিয়ে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার জিজু জেসপারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনিও এই বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃনমূলের মিছিল জলপাইগুড়ি তে শনিবার সন্ধায়

জলপাইগুড়ি – ১০০ দিনের টাকা ও আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র এই অভিযোগ তুলে তৃনমুল কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বালাপাড়া এলাকায়। জলপাইগুড়ি বিজেপি সাংসদ, শুভেন্দু অধিকারী জানাই ধিক্কার, এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে স্লোগান তোলেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

দিনে দুপুরে পাঙ্গা নদী থেকে বেআইনি ভাবে বালি পাচার

জলপাইগুড়ি ঃ দিনে দুপুরে পাঙ্গা নদী থেকে বেআইনি ভাবে বালি পাচার, আর নিত্যদিনের এদৃশ্য উঠে আসলো আমাদের ক্যামেরায় । জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তোরলপাড়া, শোভাবাড়ি এলাকায় পাঙ্গা নদী থেকে অবাধে বালি চুরির অভিযোগ বাসিন্দাদের। প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে বিভিন্ন মহলে। স্থানীয়দের অভিযোগ প্রশানের নজর এড়িয়ে এভাবেই বালি পাচার হচ্ছে। এছবি নিত্ত দিনের । এই বেআইনি ভাবে বালি উত্তলনের ফলে নদী ভাঙ্গন হোচ্ছে তাতে চিন্তিত পাঙ্গা নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। এই বালির কোন বৈধ কাগজ নেই বলে শিকার করেন বালি মাফিয়ারা।

উত্তরবঙ্গের জন্য একটি সিন্থেটিক ট্রাক সহ পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম চাই

শিলিগুড়ি ঃ ক্রীড়াবিদ প্রসেনজিৎ পালের উদ্যোগে শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি স্বনামধন্য প্রশিক্ষক ডক্টর বিবেকানন্দ ঘোষ, দেব কানু দেব , অরূপ চ্যাটার্জী, মনোজ দাস , পীযুষ রায় , সুজয় ঘোষ রায় , কার্তিক পাল মত সম্মানীয় প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অসংখ্য ক্রীড়াবিদ প্রশিক্ষণ নেন ।
উত্তরবঙ্গে একইভাবে এরকম অসংখ্য ক্রীড়াবিদ রয়েছেন যারা তাদের স্বনামধন্য প্রশিক্ষকদের কাছে প্রশিক্ষক নিয়ে থাকেন ।
আমাদের এই উত্তরবঙ্গ উপহার দিয়েছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্বপ্না বর্মন সহ আশরাফ আলী , প্রমিলা রাজগড় এর মত ক্রীড়াবিদদের।
যদিও দুর্ভাগ্যের যে উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াবিদদের জন্য কোন সিন্থেটিক ট্রাকের ব্যবস্থা নেই।
আজকে অ্যাথলেটিক লভার্স এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেক কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিশিথ প্রামাণিক মহাশয় , রাজ্য ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় ,সাংসদ শ্রী রাজু বিস্ত মহাশয়, সাংসদ শ্রী জয়ন্ত রায় সহ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্য একটি সিন্থেটিক ট্রাক সহ পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম চাই ।

বেপরোয়া পণ্য বোঝায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল দশম শ্রেণীর এক ছাত্রের । আহত হয়েছেন আরো দুইজনে

মালদা ঃ বেপরোয়া পণ্য বোঝায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল দশম শ্রেণীর এক ছাত্রের । আহত হয়েছেন আরো দুইজন। আহতদের মধ্যে আরও এক ছাত্র এবং এক পথচারী রয়েছে। দুই আহতকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।
রবিবার সকালে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার সালেপুর এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনায় ছাত্রের মৃত্যু এবং আহতের পর ঘাতক চালকের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পুলিশের সামনেই বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম আদিল মৌমিন (১৬)। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার দারিয়াপুর মোমিন পাড়ায়। সে স্থানীয় মাদ্রাসার দশম শ্রেণীতে পাঠরত ছিল। আহত হয়েছে মৃতের বন্ধু তৌফিক আনসারি (১৬)। সেও স্থানীয় মাদ্রাসার দশম শ্রেণীতে পাঠরত। এছাড়াও কুদ্দুস আলি নামে এক পথচারীও গুরুতর জখম হয়েছেন। তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছে মেডিকেল কলেজে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, ওই দুই ছাত্র এদিন সকালে রাস্তার ধার দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল। সকালে বাড়ি ফেরার সময় মুর্শিদাবাদ থেকে মালদাগামী একটি বেপরোয়া আলু বোঝায় লরি তিনজনকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আদিল মৌমিন নামে ওই ছাত্রের। ঘটনায় আহত আরো দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে ওই এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। পরে কালিয়াচক থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পর লরি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে চালক। ঘাতক লরি ও চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি মৃতদেহটি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে বিজেপির উল্লাস,ঢাক ঢোল বাজিয়ে অকাল হোলিতে মারলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা

জলপাইগুড়ি ঃ বিধানসভা নির্বাচনে দেশের চার রাজ্যের মধ্যে তিন রাজ্যেই বিজেপির জয়লাভ। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিজেপির উল্লাস। রবিবার জলপাইগুড়িতে ঢাক, ঢোল বাজিয়ে লাড্ডু বিতরণে অকাল হোলিতে মাতলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।বিজেপির জেলা সম্পাদক শ্যাম প্রসাদের নেতৃত্বে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করা হয়।রবিবার সকাল থেকে দেশের চার রাজ্যে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। রাজস্থান ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখতে চলেছে গেরুয়া শিবির। ফলে গেরুয়া দাপটে কার্যত ফিকে হয়ে গিয়েছে বিরোধীরা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ভোটকে সেমিফাইনাল হিসেবে ধরা হচ্ছিল। মনে করা হচ্ছিল রাজস্থান বিজেপির দখলে গেলেও ছত্তিশগড় কংগ্রেস ধরে রাখতে পারবে। মধ্যপ্রদেশেও কড়া টক্করের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পণ্ডিততে যাবতীয় পূর্বানুমান ব্যর্থ করে দিয়ে ৩ রাজ্যেই বিজেপির জয়পতাকা উড়তে চলেছে। শুধুমাত্র তেলেঙ্গনায় কংগ্রেসের ফল ভাল হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

কোচবিহারের রাসমেলায় ফুটপাত ব্যবসায়ীদের দোকান করতে দেওয়ার দাবীতে পথ অবরোধ বিক্ষোভ

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পুরসভা পরিচালিত কোচবিহার রাসমেলায় রাস্তার মধ্যে দোকান নিয়ে বসা ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পথ অবরোধ করলো ব্যবসায়ীরা।অভিযোগ রাসমেলায় আগত ছোট ব্যবসায়ীরা প্রতিবছর রাস মেলার রাস্তায় বসে ব্যবসা করে।পৌরসভার থেকে তাদের কাছ থেকে দৈনিক ৩০ টাকা করে নেওয়া হয়। টাকা নেওয়ার পরে ও তাদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং এই ঘটনার সমাধানের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ছোট ব্যবসায়ীরা। তাদের দাবি নির্দিষ্ট টাইম রেখে দেওয়া হোক যাতে তারা ব্যবসা করতে পারে। দূর দূরান্ত থেকে তারা ব্যবসা করতে এসেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার দেনা করে তারা দোকানের মাল করেছে।ব্যবসা করতে না পারলে তারা বিপদে পড়বে। তাদের অভিযোগ গত দুই বছর ধরে পৌরসভা এই ধরনের কাজ করছে। ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে দেওয়ায় সমস্যায় পড়েছে ওই ব্যবসায়ীরা।

প্রায় ৫ বিঘা জমির ধান কেটে ঝাড়াইয়ের আঁটিগুলি স্তূপ করে জমিতে রেখেছিলেন, ভোরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ধানের আঁটিগুলি

আলিপুরদুয়ার ঃ প্রায় ৫ বিঘা জমির ধান কেটে ঝাড়াইয়ের আগে শুকিয়ে নেওয়ার জন্য আঁটিগুলি স্তূপ করে জমিতেই রেখেছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেংকান্দি পূর্ব পাড়ার তারক চন্দ্র রায়। রবিবার ভোরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ধানের আঁটিগুলি। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কেউ আগুন লাগিয়েছিল বলে সন্দেহ তারক চন্দ্র রায়ের। এদিন তারক চন্দ্র রায় জানান,খবর পেয়ে তিনি ছুটে গিয়ে দেখতে পান দাউদাউ করে ধানের আঁটিগুলি জ্বলছে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় ফালাকাটা দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বলে জানা যায়।আগুন আয়ত্বে এলেও রইল না ধানের অবশিষ্ট। পুড়ে ছাই হলো প্রায় লাখ টাকার ধান। এদিকে ঘটনাস্থলে আসে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশও। তবে কি ভাবে আগুন লাগলো তা নিয়ে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা। উঠছে প্রশ্ন?

আলিপুরদুয়ারের বিরকিটি নদীতে মাছ মরে ভেসে ওঠাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ারঃ বিরকিটি নদীতে মাছ মরে ভেসে ওঠাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এলাকায় । জানা গিয়েছে রবিবার দুপুরে স্থানীয়রা মরা মাছ ভেসে উঠতে দেখে বিরকিটি নদীতে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই নদীতে মাছ ধরার ভিড় জমে যায়। স্থানীয় দের অনুমান বিষক্রিয়ার ফলেই মাছ মরে ভেসে উঠেছে।খবর পৌঁছে যায় ফালাকাটা ব্লক প্রশাসনের কাছে।তড়িঘড়ি এলাকায় ছুটে আসেন ফালাকাটার বিডিও অনিক রায়।সেখানে পৌঁছায় জটেশ্বরে ফাঁড়ির পুলিশ কর্তারা।প্রশাসনের তরফে ভেসে উঠা মরা মাছ খেতে নিষেধ করা হয়।
বিডিও অনিক রায় জানান, ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় যাই ।গিয়ে দেখি নদীর মাছ মরে ভেসে উঠেছে। স্থানীয়দের সেই মাছ খেতে বারন করা হয়েছে। পাশাপাশি মৃত মাছ এবং নদীর জল সংগ্রহ করা হয়েছে।।সেগুলি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার পর জানা যাবে মাছ মরার প্রকৃত কারন। ঘটনার নিন্দায় সরব স্থানীয় পরিবেশ প্রেমী থেকে সচেতন নাগরিক সমাজ।

গাজল খ্রিস্টান সমাজসেবা ও গাজল প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে প্রতিবন্ধী দিবস পালন

মালদা। মালদার গাজোল খ্রীষ্টিয়ান সোশ্যাল সার্ভিস এন্ড পরিচালনায় গাজোল হ্যান্ডিক্যাপ্ট ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি উদ্যোগে ও ঘোষ পাড়া ধর্মতলা এদিন বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন হয়। এই প্রতিবন্ধী অনুষ্ঠানের প্রথম প্রতিবন্ধীদের কে নিয়ে গাজোলের ইস্থানিয় এলাকাতে রেলি করে থাকেন । এরপর বিশিষ্ট অতিথিদের উত্তরায়ন পরিয়ে বরণ করে নেন। বক্তরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর হ্যান্ডিক্যাপদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রেভা এস এন দাস, সহ সভাপতি সন্তোষ মাখাল , গাজোল হ্যান্ডিক্যাপ্ট ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক রঞ্জিত ঘোষ, অতিথি মাসিদুর রহমান থেকে আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এলাকার আদিবাসী বিজেপি নেতাদেরও সামাজিক বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব

মালদা ঃ আদিবাসী অধ্যুষিত মালদার হবিবপুর ব্লকে পথসভার মাধ্যমে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মুকে বয়কটের ডাক দিল জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক উন্নয়নমূলক কোনো কাজ করতে পারছে না বলেও সংশ্লিষ্ট এলাকার আদিবাসী বিজেপি নেতাদেরও সামাজিক বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। শনিবার রাতে হবিবপুর ব্লকের কেন্দপুকুর এলাকায় একটি পথসভার মাধ্যমেই বিজেপি নেতাদের বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। যদিও বিজেপির এই মন্তব্যকে পাল্টা কটাক্ষ করেছে উত্তর মালদার বিজেপি সংসদ খগেন মুর্মু।
এদিন তৃণমূলের পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তথা দলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, মমতা ব্যানার্জি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ওরা বিধানসভার বাইরে বসতে পারতেন না। কিন্তু আমরা তা করি নি। ওরা চিৎকার করছেন করুক। আমরা পারমিশন নিয়ে গরিব মানুষের জন্য ১০০ দিনের টাকার প্রতিবাদে আংদোলন বসেছিলাম। সেখানে আদিবাসী সমাজে আমাদের দুইজন মন্ত্রী ছিলেন বীরবাহা হাঁসদা ও জ্যোৎস্না মার্ডি। আদিবাসী নেতারা আম্বেদকরের মূর্তি পাদদেশে বসেছিলেন। আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যখন ধর্না শেষ হলো তার পরের দিন গঙ্গাজল মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বিজেপির বিধায়কেরা গঙ্গা জল নিয়ে এসে সেখানে আম্বেদকরের মূর্তিটা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে বলছে সেখানে আদিবাসীরা বসেছিল । তাই জায়গাটা অপবিত্র হয়ে গিয়েছে। তাই আমরা গঙ্গার জল দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে দিচ্ছি।এইভাবে তারা আদিবাসী সমাজকে আক্রমণ করছে। শুভেন্দু অধিকারীর দলের বিধায়কেরা সেখানে ছিলেন । এই ঘটনায় আদিবাসী সমাজ অপমানিত আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। দিকে তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আদিবাসীরা বিজেপির সাথে আছে। বিজেপিকে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। তাই ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শিলিগুড়িতে একই বাড়ি থেকে মা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির শান্তিনগর বউবাজার এলাকায় একই ঘর থেকে উদ্ধার হল মা ও মেয়ের মৃতদেহ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল মা লতা সরকার এবং তার পাশেই বিছানার উপর মৃত অবস্থায় ছিল মেয়ে তিয়াসা সরকার। রবিবার দুপুরে পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা দীর্ঘক্ষন তাদের ডাকাডাকি করার পর কোন সাড়াশব্দ না মেলায় পুলিশের খবর দেয় এবং পুলিশ এসে ঘরের ভেতর থেকে দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ দুটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল রবিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরে

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল রবিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরে। নিত্য প্রযোজেনীয় জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে কেনো মোদী সরকার জবাব দাও। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা দিতে হবে।বাংলার আবাস যোজনা টাকা দিতে হবে।ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে গরীব মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা অবিলম্বে দিতে হবে সৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে।এই স্লোগানকে সামনে রেখেই আজ এই বিক্ষোভ মিছিলে শামিল তৃণমূল নেতৃত্ব।

তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভুক্তভোগী শ্রমিকরা মনরেগার টাকা পেয়েছেন

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার অনুপ্রেরণায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ শ্রী অভিষেক ব্যানার্জির ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের পাওনা টাকা চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হল। কেন্দ্র দ্বারা হয়রানির শিকার এই শ্রমিককে চেকের মাধ্যমে তার কঠোর পরিশ্রমের অর্থ প্রদান করা হল। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সারা রাজ্যের পাশাপাশি গোঁসাইপুর এলাকায় আজ এই কর্মসূচির আযোজন করা হয়। এর অধীনে আজ শিলিগুড়ির শ্রমিকদের একটি চেক পেশ করেন মেয়র গৌতম দেব এবং তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপিয়া ঘোষ।

পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীর কান কেটে, শ্বশুরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল স্বামী

মালদহ। স্ত্রীর কান ছিঁড়ে নেওয়ার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে! আগুন লাগাল শ্বশুরবাড়িতেও স্ত্রীর সঙ্গে একেবারেই বনিবনা হত না। মাঝেমধ্যেই বাড়িতে জোর অশান্তি বাঁধত দু’জনের। এমনকী সম্প্রতি মারধর করে স্ত্রীর কান অবধি ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন স্বামী। এরপরই যুবককে গ্রেফতার করিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন প্রতিবেশীরা। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটেনি। থানা থেকে ছাড়া পেতেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সেই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের মাণিকচক ব্লকের চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের করিটোলা এলাকায়। জানা গিয়েছে, স্ত্রী রিনা খাতুনের কানে এখনও ব্যান্ডেজ করা। তারমধ্যেই ফের থানা থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন স্বামী। এরপর বাড়ি না এসে সোজা তিনি চলে যান শ্বশুরবাড়ি। অভিযোগ, সেখানে গিয়েই আগুন লাগিয়ে দেন বাড়িতে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অভিযুক্ত জামাইয়ের নাম শেখ রফিকুল। জানা গিয়েছে, ১১ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল দু’জনের। দু’টি সন্তানও রয়েছে। প্রতিবেশীদের দাবি, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বিবাদের কারণেই রফিকুল স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে। দিন কয়েক আগে মারধর করে কানও ছিঁড়ে দেয়।

একমাত্র পশু চিকিৎসা কেন্দ্র।কিন্তু নিয়মিত ভাবে খোলে না সেই পশু হাসপাতাল।নেই কোন চিকিৎসক। হয়রানির শিকার হতে হয় মানুষকে

মালদা । হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় রয়েছে একমাত্র পশু চিকিৎসা কেন্দ্র।কিন্তু নিয়মিত ভাবে খোলে না সেই পশু হাসপাতাল।নেই কোন চিকিৎসক।পশু চিকিৎসার কাজ চালান কম্পাউন্ডার বা প্রাণী বন্ধুরা। অসুস্থ গবাদি পশুকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসে হয়রানির শিকার হতে হয় মানুষকে।যদিও বাইরে ঝা চকচকে সেই পশু হাসপাতাল।কিন্তু ভেতরে নেই পরিকাঠামো।এর আগে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে।এবার সামনে এলো পশু হাসপাতালেরও বেহাল দশা।ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ।মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর পশু হাসপাতাল দীর্ঘদিন ধরে নেই পশু চিকিৎসক।নিয়মিত ভাবে খোলে না হাসপাতাল।সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না ওষুধ।স্থানীয় একজন ভেটেনারি ফিল্ড সার্ভে অফিসার এসে হাসপাতাল খোলেন মাঝে মাঝে।কম্পাউন্ডার এবং গ্রুপ ডির কর্মীরাই সমস্ত কাজ চালান।যদিও তাদের কে প্রত্যেকদিন পাওয়া যায় না হাসপাতালে।শুক্রবার দুপুর অনেকেই অসুস্থ গৃহপালিতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছিল হাসপাতালে।কিন্তু বন্ধ পশু হাসপাতাল। যার জেরে রীতিমত ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে। প্রশ্ন উঠেছে হাসপাতাল যখন খোলাই থাকবে না তবে হাসপাতাল রেখে কি লাভ।কেনই বা পশু চিকিৎসক নিযোগে হচ্ছে না এই পশু হাসপাতালে। চিকিৎসা করতে নিয়ে আসা গবাদি পশুর মালিকেরা বলেন,’ এখানে কোন রকম চিকিৎসা হয় না। গরু বা ছাগলের অসুখ হয়ে গেলে আমরা প্রচন্ড সমস্যায় পড়ি। না রয়েছে চিকিৎসক। না পাওয়া যায় ওষুধ।

মহবনিতে যথাযথ মর্যাদায় পালন শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৫ তম জন্মদিবস

কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ কেশপুর ব্লকের মোহবনী গ্রামের জন্মভূমিতে যথচিত মর্যাদায় সহিত পালন হলো শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৫ তম জন্মদিবস উদযাপন। রবিবার ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভূমি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের অন্তর্গত মোহমনি গ্রামে। ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলন ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি তথা কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গরাই এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদ্যুৎ পাঞ্জা, দু’নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক চন্দ্র ব্যানার্জি এবং আনন্দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মোহাম্মদ আসিফ সানি সহ অন্যান্য সমাজসেবীবৃন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ। এছাড়াও এদিন দু’নম্বর শীর্ষা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন হয়। এদিন বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম থেকে ২০ জন সাইকেলে করে এসে ক্ষুদিরাম কে স্মরণ করেন। সঙ্গে এসেছিলেন ঘাটাল বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর দোলই ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

সম্পাদকীয়

তারকা হওয়ার যুদ্ধে শৈশব কি ঝরে পড়বে?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিশু-কিশোরদের মধ্যে তারকা হওয়ার প্রবণতা। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ ও জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা চোখে পড়ার মতো। সম্প্রতি কয়েকটি শিশুর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা বিভিন্ন মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে। তারা এমনভাবে কথাবার্তা বলছে, রিল বানাচ্ছে, টিকটক করছে, যা দেখেশুনে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। শিশু হয়েও তারা যেন শৈশবের প্রতিনিধি নয় বরং যেন ঢুকে পড়েছে বড়দের জগতে। তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, সাজপোশাক-সবই বড়দের মতো। অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই তারা এমনভাবে কথা বলছে কিংবা এমন বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত করছে, যা রীতিমতো অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারি, এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য শিশুর প্রতিভার বিকাশ নয়, বরং স্বল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিশুদের এ ধরনের উপস্থিতির বিষয়টি তাদের পরিবারের অজানা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মা-বাবা, অভিভাবক কিংবা পরিবারের বড়দের সীমাহীন উৎসাহ-উদ্দীপনায় শিশুরা যেন তারকা হওয়ার অস্বাস্থ্যকর যুদ্ধে নেমে পড়েছে। আমি মনে করি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিশুদের এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উপস্থিতির দায় শিশুর একার নয় বরং এই দায় শিশুর পরিবারের এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের সবার। ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনপ্রিয় হওয়ার আগপর্যন্ত মানুষের প্রতিভা প্রদর্শনের মাধ্যম ছিল থিয়েটার কিংবা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চ। ছিল পত্রপত্রিকা, বইপুস্তক আর পরবর্তী সময়ে এল রেডিও ও টেলিভিশন। এসব মাধ্যমে যে কেউ চাইলেই অংশ নিতে পারত না। এসব মাধ্যমে সুযোগ পেতে হলে যোগ্য হয়ে উঠতে হতো। যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই সুযোগ মিলত নিজের প্রতিভাকে সবার সামনে মেলে ধরার। সে জন্য প্রয়োজন হতো সাধনা, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার। ছিল অনুষ্ঠানের কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য ছিল 'নতুন কুঁড়ি' কিংবা 'অঙ্কুর'-এর মতো নানা জনপ্রিয় আয়োজন। সেখান থেকে উঠে আসা প্রতিভাধর শিশুরা পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, দেশের জন্য গর্বের কারণ হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনপ্রিয় হওয়ার পর বিনোদনের ধারণা পাল্টে গেছে। 'জনপ্রিয়' শব্দটির সংজ্ঞাতেও বোধ করি এসেছে পরিবর্তন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাম্প্রতিক বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াটি তারকা হওয়ার এ যুদ্ধকে যেন চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে। আজকাল কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জন্ম হয় অনেক তারকার। তারা সে মঞ্চেই বেড়ে ওঠে। কেউ কেউ টিকে থাকে। আবার সবার অজান্তেই অনেকেই হারিয়ে যায় এ মঞ্চ থেকে। তারকা হতে যেন আজকাল আর প্রয়োজন হয় না শিল্পের মূল জায়গায় গুরুমুখী বিদ্যার কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। এখানে গুণগত মান নয় বরং ফলোয়ার, ভিউ কিংবা সাবস্ক্রিপশন দিয়ে নির্ধারিত হয় তারকার জনপ্রিয়তা ও বাজারমূল্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার যুদ্ধ শিশুদের কাছ থেকে শৈশবের আনন্দ কেড়ে নেয়। অপরিণত বয়সে তারকাখ্যাতি শিশুকে অসহিষ্ণু ও অন্যের প্রতি অসংবেদনশীল করে তুলতে পারে। শিশুটি নিজেকে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে শেখে কিংবা অন্যের প্রতি সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারকা হয়ে ওঠা যত সহজ, তারকাখ্যাতি ধরে রাখা কিন্তু ঠিক ততটাই কঠিন। শুধু তাই নয়, এই প্ল্যাটফর্মের বাড়তি চাপের নাম হলো আধেয় বা কনটেন্ট তৈরি, কনটেন্টের জনপ্রিয়তা ধরে রাখা এবং অনুসরণকারীদের ধরে রাখার চাপ। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে এক গবেষণায় দেখা গেছে, সেখানে বিপুলসংখ্যক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অবস্থান ধরে রাখার চাপ সামলাতে বিষণ্নতায় ভুগছেন এবং বিষণ্নতা থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা মানসিক রোগবিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হচ্ছেন। বড়রাই যেখানে জনপ্রিয়তার এই চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে শিশুদের জন্য এই ধরনের মানসিক চাপ ডেকে আনতে পারে ভয়ংকর পরিণতি।

কিউবার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে যেভাবে এফবিআইয়ের জালে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

ম্যাডেলিন হ্যালপার্ট
প্রাবন্ধিক

বলিভিয়ায় রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করা এক সাবেক মার্কিন কূটনীতিকের বিরুদ্ধে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কিউবান সরকারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

তিয়াত্তর বছর বয়সী ভিক্টর ম্যানুয়েল রোচা, ১৯৮১ সাল থেকে কিউবাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। মি. রোচা যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রু হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং আদালতের নথিপত্র অনুসারে, তিনি দাবি করেছেন যে, গোপন এজেন্ট হিসাবে কাজ করার মাধ্যমে তিনি বিপ্লবকে শক্তিশালী করেছেন।

তার পক্ষে মন্তব্য করার জন্য তার কোন আইনজীবী আছেন কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

মার্কিন বিচার বিভাগের দেয়া তথ্য অনুসারে, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এক গোপন অভিযানের পর গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি থেকে গ্রেফতার হন সাবেক এই কূটনীতিক।

অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড বলেছেন, রোচার বিরুদ্ধে এই মামলা মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিদেশী এজেন্টের সর্বোচ্চ ও দীর্ঘস্থায়ী অনুপ্রবেশের একটি চিত্র প্রকাশ করেছে।

এ পর্যন্ত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভিক্টর ম্যানুয়েল রোচা কিউবান সরকারের একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে নিজের এমন এক অবস্থান খুঁজেছেন ও অর্জন করেছেন যা তাকে গোপন তথ্যের অ্যাক্সেস দিয়েছে, এবং মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ দিয়েছে। বলেন মেরিক গারল্যান্ড।

কলম্বিয়ায় জন্ম নেয়া মি. রোচা নিউ ইয়র্ক সিটিতে বেড়ে উঠেছেন এবং ইয়েল, হার্ভার্ড এবং জর্জটাউন থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

তিনি ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বলিভিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আইনজীবীদের মতে, তিনি ২৫ বছর ধরে - জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদসহ - বিভিন্ন সরকারি পদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কাজ করেছেন।

বলিভিয়া ছাড়াও, তিনি আর্জেন্টিনা, হন্ডুরাস, মেক্সিকো এবং ডোমিনিকান রিপাবলিকানেও তিনি কাজ করেছেন।

আজ থেকে ৬০ বছর আগে ফিদেল কাস্ত্রো কিউবা থেকে মার্কিন-সমর্থিত সরকারকে উৎখাত করার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবার মধ্যে সম্পর্ক ঘোলাটে হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬০-এর দশকে কিউবার বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রো ২০১৫ সালে দুই দেশের এই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

কিন্তু সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পরে সেসব পদক্ষেপের অনেকগুলোকে উল্টো পথে নিয়ে যান।

সোমবার আদালতের নথিতে অভিযোগ করা হয় যে, মি. রোচা কিউবায় বেশ কয়েকবার সফর করেছেন।

যেখানে তিনি ১৯৮১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিউবান কর্মকর্তাদের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন।

মি. রোচা যে পরিমাণ তথ্য শেয়ার করেছেন, তা এসব নথিপত্রে খুব বেশি উল্লেখ করা না হলেও, এফবিআই এর গোপন অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

২০২২ সালের নভেম্বরে, এক ছদ্মবেশী এফবিআই এজেন্ট মি. রোচার সাথে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। ওই এজেন্ট নিজেকে কিউবান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। যিনি হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা প্রদান করেন এবং তিনি সেখানে নিজেকে হাভানায় তার বন্ধুদের একজন বলে নিজেকে পরিচয় দেন। এমনটাই চার্জিং নথিতে উল্লেখ করা হয়। মি. রোচা একাধিকবার ওই এজেন্টের সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছিলেন। এর মধ্যে একবার তারা ফুড কোর্টে দেখা করেছেন, এর কারণ হিসেবে রোচা বলেছিলেন, সেখানে আমাকে দেখার কোন সম্ভাবনা ছিল না, আদালতের নথিতে এমনটা উল্লেখ করা হয়। ওই ছদ্মবেশী এফবিআই এজেন্টের সাথে তৃতীয় দফা বৈঠকের সময়, মি. রোচা কিউবান সরকারের গোপন এজেন্ট হিসাবে কাজ করার সময় সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রকাশ করতে শুরু করেন, চার্জিং নথিতে এমনটা অভিযোগ করা হয়।

আমি জানতাম এটা কিভাবে করতে হয় এবং স্পষ্টতই ডিরেকশিওন কিউবার গোয়েন্দা সংস্থা আমার সাথে ছিল...এটি ছিল এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যা খুব সহজ ছিল না, ছদ্মবেশী এফবিআই এজেন্টের কাছে এমনটাই অভিযোগ করেছিলেন মি. রোচা। তিনি বারবার কিউবার গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার বিষয়ে এবং তার কর্মকাণ্ডের বিষয়ে গর্ব করতেন এবং উদযাপন করতেন, আইনজীবীরা জানিয়েছেন।

মি. রোচা কিউবা এবং নিজেকে বর্ণনা করার সময় আমরা শব্দটি ব্যবহার করতেন এবং তিনি বলতেন যে তিনি রক্ষা করতে চান, যা তিনি করছেন।

যখন ওই ছদ্মবেশী এফবিআই এজেন্ট, নিজেতে একজন কিউবার গুপ্তচর দাবি করেন। তখন তিনি রোচাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি এখনও আমাদের সাথে আছেন?

মি. রোচা এ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখান। তার আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য তিনি রেগে যান।

এটা আমার পুরুষত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মত, তিনি বলেছিলেন।

এক পর্যায়ে তিনি তার প্রচেষ্টায় দুটি ছোট বিমান ধ্বংস করার কথাও উল্লেখ করেন। আইনজীবীরা অভিযোগ করেন যে, তিনি কিউবায় কাস্ত্রো-বিরোধী, ইউএস-ভিত্তিক গ্রুপ ব্রাদার্স টু দ্য রেসকিউ এর দুটি নিরস্ত্র বিমান ভূপাতিত করার কথা উল্লেখ করেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৬ সালে, তখন মি. রোচা হাভানায় কাজ করতেন। ওই ঘটনায় চারজন মানুষ মারা গিয়েছিলেন।

সাবেক এই কূটনীতিকের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান এবং ভ্রমণ সংক্রান্ত নথি আদায়ের জন্য মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, বিচার বিভাগ জানিয়েছে।

সোমবার এক ব্রিফিংয়ে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, কথিত নিরাপত্তা লঙ্ঘনের কারণে যেকোনো ক্ষতি সীমিত করতে তার দফতর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করবে।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার ওপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য আমরা আগামী দিন, সপ্তাহ, মাসজুড়ে আমাদের গোয়েন্দা অংশীদারদের সাথে এই বিষয়ে কাজ করে যাব।

তাঁরা কি ধরেই নিয়েছেন পশ্চিম তীরে হামলা চালানো সঠিক?

লেইথ হানবালি

বিশ্ববাসীর চোখে ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংসতার দুটি প্রকার আছে। গাজায় চলছে গণহত্যা, যেখানে ইসরায়েলিরা পরিবার-পরিজন, সমাজ, জীবন ও জীবিকাকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। অপরটি ১৯৪৮ সালে নাকবার পর থেকে ফিলিস্তিনিদের ওপর চলমান সহিংসতা। শেষোক্তটির দিকে বিশ্ববাসীর অত নজর নেই, তেমন আলোচনাও নেই। যত তীব্রই হোক না কেন, পশ্চিম তীরের সহিংসতা শেষোক্ত ধরনের। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় এই অঞ্চলে আমরা ইসরায়েলি সহিংসতা বাড়তে দেখেছি। গাজা যুদ্ধের অজুহাতে রাজনীতিকেরা যেন ধরেই নিয়েছেন যে পশ্চিম তীরে হামলা চালানো সহিহ। কিন্তু পশ্চিম তীরের দিকে তাকান। সেখানে একাধিপত্যবাদী সরকার ফিলিস্তিনিদের বিনা বিচারে আটক করছে। বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। দখলদারদের সুযোগ করে দিতে ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের চলাচলের স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত নেই। জাতিসংঘের অফিস ফর দ্য কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্সের হিসাবে ৭ অক্টোবর থেকে পরবর্তী সাত সপ্তাহে ইসরায়েলিরা পশ্চিম তীরে ২২১ ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে। গোটা ২০২২ সালেও এত মানুষ নিহত হননি।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে জেনিন শরণার্থীশিবিরের আট বছর বয়সী আদম আল ঘাউল এবং ১৫ বছর বয়সী বাসেল আবু আল-ওয়াফা রয়েছে। চলমান হামলায় আহত হয়েছেন আরও ২ হাজার ৯৫৫ জন।

ফিলিস্তিনি শরণার্থীশিবির, গ্রাম, শহরসহ সর্বত্র হামলা ও অভিযান চলছে ঘন ঘন। আগে তবু রাতের বেলা গোপনে অভিযান চলত, এখন দিনের আলোতেও শিবিরে ঢুকে পড়ছে ইসরায়েলিরা। পাথর ছোড়ার জন্য, বা শুধু দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কিংবা ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নিশানা করা হচ্ছে কিশোর-তরুণদের। আর এ কাজে তারা ব্যবহার করছে ড্রোন ও স্নাইপারদের।

পশ্চিম তীরে চিকিৎসা দলকেও শুশ্রূষার জন্য আহত ব্যক্তিদের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ৭ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় ২২৯টি হামলার কথা জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। হামলাগুলো চালানো হয়েছে অভিযানের সময়। অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে না দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের আটক করা, তাঁদের ওপর বল প্রয়োগ করা এবং স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে সামরিক অভিযান চালানোর মতো ঘটনা ঘটেছে এ সময়।

ধ্বংসযজ্ঞের যে মাত্রা তাতে বোঝা যাচ্ছে ইসরায়েলের লক্ষ্য শুধু গাজা নয়, পুরো ফিলিস্তিনে দ্বিতীয় নাকবা ঘটানো। গত ১৮ নভেম্বর বালাতা শরণার্থীশিবিরের ওপর তারা বোমা বর্ষণ করে। এরপর ইসরায়েলি সাঁজোয়া যান ও বুলডোজার সরু রাস্তায় অভিযান চালায়। এমনিই পশ্চিম তীরের রাস্তাঘাটের অবস্থা নাজুক। ইসরায়েলি অভিযানে রাস্তাঘাট ও জরুরি অবকাঠামো আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসরায়েলিদের বহু পুরোনো কৌশল এটি। তারা দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সব ধ্বংস করে দিতে চায়। এই বছরের শুরুর দিকে জেনিনে ইসরায়েল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে এবং জলের পাইপ, রাস্তাঘাট ও গাড়িঘোড়া ধ্বংস করে দেয়।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এই অভিযানগুলোর ফলাফল কী। ফলাফল হলো গণগ্রেপ্তারের পক্ষে প্রচারণা। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, ৭ অক্টোবরের পর ইসরায়েল ৩ হাজার ৩০০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করে। প্রশাসনিক আটকাদেশে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের ৮০ শতাংশকে ছয় মাস পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে। এই গ্রেপ্তার পৈশাচিক। ইসরায়েলি সৈন্যরা ফিলিস্তিনিদের মারধর করে ও তাঁদের সহায়-সম্পদও ধ্বংস করে দেন। তাঁরা তাঁদের সামরিক আইন সংস্কারের পর সংস্কার করে চলেছেন। এতে করে ফিলিস্তিনিদের বিচারিক মূল্যায়নের বাইরে রেখে যত দিন খুশি আটকে রাখা সম্ভব হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা চাইলেও আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। তারা এমনকি তাদের সন্ত্রাসবিরোধী আইনও বদলেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কাউকে কাউকে ফলো করাও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করেছে তারা। ইসরায়েলি কারাগারগুলোয় নির্যাতনের ঘটনা নতুন নয়। তবে পরিস্থিতি এখন আগের চেয়েও খারাপ। ইসরায়েল ফিলিস্তিনি কারাবন্দীদের ওপর পূর্ণ মাত্রায় নির্যাতন শুরু করেছে এখন। ফিলিস্তিনি বন্দীরা এখন বাইরের দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। ফলে তাঁদের কোনো বক্তব্য আমাদের কাছে পৌঁছায় না। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত কারাবন্দীদের ভাষ্য ও আইনজীবীদের কাছ থেকে পাওয়া ভাষ্যের ভিত্তিতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কিছু বিষয়ে সতর্ক করেছে। সংস্থাটি বলছে, কারাবন্দীদের চোখ বেঁধে উলঙ্গ করে রাখা হয়। মাথা নিচু করে ইসরায়েলি গান গাইতে হয়। ৭ অক্টোবরের পর ছয়জন ফিলিস্তিনি কারাবন্দী ইসরায়েলি কারাগারে মারা গেছেন। ফিলিস্তিনি বন্দীদের প্রতি এই আচরণকে সামষ্টিক শাস্তি বলা চলে। যদিও জিম্মি মুক্তির বিনিময়ে বেশ কিছু ফিলিস্তিনি কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছেন, এই সময়কালে ইসরায়েল আরও অনেককে গ্রেপ্তার করেছে। প্যালেস্টিনিয়ান প্রিজনার্স ক্লাবের হিসাবে ১৬৯ জন শিশু ও ৭১ জন নারী মুক্তি পেয়েছেন। আর নতুন করে ইসরায়েলিরা ১২ বছরের একটি শিশুসহ ২৬০ জন গ্রেপ্তার করে। এদিকে বন্দীমুক্তি উদ্‌যাপনের জন্য যাঁরা জমায়েত হয়েছিলেন, ইসরায়েলিরা তাঁদের ওপর স্টান গ্রেনেড, বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়েছে। ইয়াসিন আল আসমার ও ফাদি আদরান এতে নিহত হন, আহত হন আরও অনেকে। ইসরায়েল এমনকি আমাদের আবেগকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তারা কারামুক্তি উদ্‌যাপনের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কারামুক্তির আগেই বাড়িঘরগুলোতে অভিযান চালিয়ে দর্শনার্থীদের বের করে দেয়, তারা চকলেট ছুড়ে ফেলে দেয় ও ৭০ হাজার শেকেল জরিমানার হুমকি দেয়। অর্থনৈতিক সহিংতাও চালাচ্ছে ইসরায়েলিরা। তারা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে যে কর দিত, তা কমিয়ে দিয়েছে। যারা ইসরায়েল অধিকৃত অঞ্চলে কাজ করতে যেত, তাদের আর কাজ করার অনুমতি দিচ্ছে না। দখলদার ইসরায়েলি ও সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে ফিলিস্তিনিরা জলপাইগাছ থেকে ফল নামাতে পারছেন না।

সাময়িকী

ভারতের কি 'হিট লিস্ট' আছে

শশী থারুর
প্রাবন্ধিক

নিউইয়র্কে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ও বিশিষ্ট শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী গুরপাতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য নিখিল গুপ্ত নামের ৫২ বছর বয়সী মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায়ীকে যুক্তরাষ্ট্র অভিযুক্ত করেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ভারতের একজন সরকারি কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডটি সংঘটনের জন্য নিখিল গুপ্তকে অর্থ সরবরাহ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের ওপর কালো ছায়া ফেলেছে। একই সঙ্গে ভারতের বৈশ্বিক ভাবমূর্তিকেও এটি প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

একই ধরনের ঘটনা আমরা আগেও দেখেছি। কয়েক মাস আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো কানাডার মাটিতে দুর্বৃত্তের গুলিতে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ও কানাডীয় নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জর নিহত হওয়ার ঘটনায় ভারতের জড়িত থাকার 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' তুলেছিলেন। এরপর ভারত সংক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এবং কানাডাকে নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত ৪১ জন কানাডীয় কূটনীতিককে প্রত্যাহার করতে বলেছিল।

নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের পেছনে ভারতের হাত আছে বলে ট্রুডো যদিও প্রমাণপত্র হাজির করতে পারেননি কিন্তু নিউইয়র্কের পান্নুন হত্যার ষড়যন্ত্র বিষয়ে মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয় আদালতে সাক্ষী-সাবুদ হাজির করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লিতে থাকা একজন সরকারি কর্মকর্তা শিখ নেতা পান্নুনকে হত্যা করার জন্য আমেরিকায় থাকা নিখিল গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিখিল গুপ্ত দিল্লির ওই কর্মকর্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করে আমেরিকায় একজন খুনিকে ভাড়া করেন। এ অভিযোগের সমর্থনে যতগুলো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি ভিডিওচিত্র আছে। অভিযোগের বিবরণে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লি থেকে যে কর্মকর্তা নিখিল গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি গুপ্তকে একটি ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছিলেন। ওই ক্লিপে নিজ্জরের (কানাডায় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত শিখ নেতা নিজ্জর) রক্তাক্ত দেহ গাড়িতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। নিখিল গুপ্ত ক্লিপটি অসতর্কতাবশত তাঁর ভাড়া করা খুনিকে শেয়ার করেছিলেন। খুন করার জন্য যাঁকে ভাড়া করা হয়েছিল, তিনি আদতে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ডিইএ) একজন গোপন এজেন্ট। এই খুনের পরিকল্পনার বিষয়ে বিশদ তথ্যপ্রমাণ পেতে নিখিল গুপ্তকে তিনি আসল পরিচয় গোপন করে ফাঁদে ফেলেন।

নিজের দেশের জনগণের জানমাল রক্ষায় মোদি যেকোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এমনকি বিদেশের মাটিতে গুপ্তহত্যার মিশন পরিচালনায়ও তিনি পিছপা হবেন না-ভারতের ভোটারদের মধ্যে এ ধরনের একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে মোদির সরকার এসব গুপ্তহত্যা 'প্রকল্প' চালাচ্ছে-কেউ কেউ এমন ধারণাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

ওই গোপন এজেন্টের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কারণ, নিখিল গুপ্ত তাঁর জালে ধরা দিয়ে এত সব তথ্যপ্রমাণ রেখে গেছেন যে এসব তথ্যপ্রমাণ এই চক্রান্তে যুক্ত সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। এ ঘটনা নানা কারণে তাৎপর্য বহন করে। প্রথম কথা হলো, এটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যাপক প্রচারিত অগ্রাধিকারমূলক বিষয়ের সঙ্গে একেবারেই অসংগতিপূর্ণ। মোদির সরকার ধারাবাহিকভাবে ভারতকে একটি দায়িত্বশীল বৈশ্বিক শক্তি, জি২০ সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের নেতা হিসেবে প্রচার করে আসছে। মোদি বারবার সগৌরবে ভারতবাসীকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। সর্বশেষ এ ঘটনা ভারতের এসব দাবিকে কমজোরি করে ফেলবে। অন্যদিকে চীনের আগ্রাসন ঠেকাতে অংশীদার দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা রয়েছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বন্ধুদেশের নাগরিকদের গুপ্তহত্যার চক্রান্ত করা, তাদের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করা, আইনের শাসন ভাঙা-এসব অভিযোগে জড়িয়ে পড়ায় ভারতের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি সন্দেহাতীতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিজের দেশের জনগণের জানমাল রক্ষায় মোদি যেকোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এমনকি বিদেশের মাটিতে গুপ্তহত্যার মিশন পরিচালনায়ও তিনি পিছপা হবেন না-ভারতের ভোটারদের মধ্যে এ ধরনের একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে মোদির সরকার এসব গুপ্তহত্যা 'প্রকল্প' চালাচ্ছে-কেউ কেউ এমন ধারণাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

জানা অজানা

২০২৩ শতাব্দী প্রাচীন বেঙ্গল ক্লাবে বিশেষ আলোচনা সভা

বঙ্গ উৎসব সমিতির (কোলহান) র আহ্বানে কোলহানের বঙ্গীয় সংস্থাদের উপস্থিতিতে ৫ ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২৩ শতাব্দী প্রাচীন বেঙ্গল ক্লাবে বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন হয়। সভার সূচনা বঙ্গ উৎসব সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী তাপস মিত্র মহাশয় করেন এবং সভা পরিচালনা করে সভাপতি শ্রী অচিন্তম গুপ্ত মহাশয়। আলোচনা সভায় বিগত বঙ্গ উৎসবের আয় - ব্যায়ের হিসেব প্রকাশ করা এবং হিসেব পরীক্ষকের বক্তব্য সহ ব্যালেন্সশিট সভ্যবৃন্দদের দেওয়া হয়। সর্ব সম্মতিক্রমে হিসেব গৃহীত হয়। সর্ব সম্মতিক্রমে বঙ্গ উৎসব সমিতিকে তিন বছরের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আগাম বঙ্গ উৎসব সম্পর্কে বিবিধ ইতিবাচক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়াহয়। ঝাড়খণ্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির আহ্বানে অখন্ড বঙ্গ ঐক্যের মাধ্যমে মাতৃ ভাষার অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য রাঁচিতে আয়োজিত মহা ধর্না সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয় এবং কোলহানের বঙ্গীয় সংস্থা প্রতিনিধিরা সকলে সমবেত ভাবে রাঁচি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সার্বঙ্গীক সহযোগিতায় আশ্বাস দেন। মাতৃ ভাষা রক্ষার্থে এবং ন্যায্য অধিকারের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বঙ্গ সমাজের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার জন্য রাজ্যের প্রত্যেক বাংলাভাষীদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়।

পাঠকের চিঠি

মানুষের মনে বিষ আছে এটা ভারত ফাইনাল না হারলে বোঝা যেত না

কয়েকদিন আগে ভারত অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ফাইনাল খেলা হলো। এই ফাইনাল ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে জিতল। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হেরে যাওয়া দেখে বাংলাদেশের জনগণের আনন্দ, উল্লাস দেখে অবাক হয়ে গেলাম । নিজের দেশ জিতে গেলে উৎসব সবাই করে অন্য দেশ জিতলেও কেউ কেউ উৎসব করে কিন্তু অন্য দেশ হারলে এত বড় উৎসব সম্ভবত পৃথিবীতে কখনো দেখা যায়নি। ইজরায়েল খেলায় হারলে প্যালেস্টাইনেও সম্ভবত এইরকম উৎসব দেখা যাবে না। আর দুঃখের বিষয় হলো যেখানে ভারতবর্ষের বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম ডান বাম সমস্ত রাজনৈতিক দলই বাংলাদেশকে বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে প্রজেক্ট করে, বাংলা দেশকে বিভিন্ন বিষয়ে অনেকভাবে ভারত সহায়তা করে। আজকে ভারত বিরোধী এই উৎসব সেই তথাকথিত ভারতের বন্ধু শেখ হাসিনার আমলেই দেখতে হল। বেশ কিছু বাংলাদেশীদের মনে যে বিষ মেশানো আছে সেটা অনেকদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু এত বেশি মানুষের মনে বিষ আছে এটা ভারত ফাইনাল না হারলে বোঝা যেত না। প্রতিবেশীদের চরিত্র চিনিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ অস্ট্রেলিয়া।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি রবীন্দ্র পল্লী, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অসমের ব্যাপক সফলতা, সর্বভারতীয় পর্যায়ে নবম স্থান থেকে বিংশ স্থানে উন্নীত রাজ্য বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

১৯৭৯ সাল থেকে ক্রমবর্ধমান অপরাধের সংখ্যা ২০২২ সাল থেকে নিম্নগামী হওয়া শুরু

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে অসম। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডিং বিউরো প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে রাজ্যের অপরাধের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সর্বভারতীয় পর্যায়ে রাজ্য নবম স্থান থেকে বিংশ স্থানে উন্নীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যে এভাবে অপরাধের সংখ্যা কমে যাওয়ার সাফল্যে চমকপ্রদ হয়ে বিষয়টির যাবতীয় তথ্য সংক্রান্ত অসম পুলিশের কাছে ৩৪ বার খতিয়ে দেখেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই খবর এক বড় প্রাপ্তি বলে মতামত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত ২০২২ সালে সারা দেশের অপরাধের সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয় তথ্য সহকারে গত ৪ ডিসেম্বর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্তে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডিং বিউরো (এনসিআরবি)। তবে প্রতিবছরের গতানুগতিক এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত প্রকাশিত প্রতিবেদনে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে অসমের অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করার তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের লোক সেবা ভবনে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন আযোজন করে এক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান দেশের যাবতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৮৬ সালে গঠন করা হয়েছিল ভারত সরকারের সংস্থা এনসিআরবি। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ২০০১ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পরের তথ্যের সঙ্গে বর্তমানে বিস্তর ফারাক রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ২০২১ সালে প্রতি লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩৪১। সর্বভারতীয় পর্যায়ে এর সংখ্যা ৪০৭। অথচ ২০২২ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৯৪ টি। একইভাবে স্পেশাল এক্ট কিংবা আইপিসি মামলার ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ১৩৩২৩৯ টি মামলা রাজ্যে রজ্জু করা হয়েছিল। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ২০২২ সালে এই সংখ্যা কমে হয়েছে ৬৮৯৩৭ টি। এক্ষেত্রে মামলার রজ্জু করার ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ড, যৌতুক জনিত হত্যা ইত্যাদি ঘটনা ২০২১ সালে ২৬৯৩৩ টি ঘটেছিল। তবে ২০২২ সালে এক্ষেত্রে ৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৪৩১৪ টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অপহরণ সংক্রান্ত মামলা ২০২১ সালে ৭৫৮০ টির বিপরীতে ২০২২ সালে ৪৫৬০ টি হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যে অপহরণের ঘটনা ৪০ শতাংশ কমে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বিভিন্ন চুরি ডাকাতির মামলায় উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ২৪ শতাংশ সামগ্রী উদ্ধার হওয়ার বিপরীতে ২০২২ সালে সেটা বেড়ে ৫৪ শতাংশ হয়েছে। একইভাবে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি মহিলার বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ২০২১ সালে ২৯০৪৬ টির বিপরীতে ২০২২ সালে ১৪১৪৮ টি এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মহিলার বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ৫১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। পস্কো আইন সহ শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা ২০২১ সালে ৫২৮২ টি সংগঠিত হলেও ২০২২ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪০৮৪ টি। তবে রাজ্য সরকার বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের মাধ্যমে দু হাজার এই ধরনের মামলা সহ্য করেছিল। ফলে সেটা না হলে ২০২২ সালে এই সংখ্যা ২০০০ এ নেমে আসত। প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান চলতে থাকবে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ অসমে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মানব সরবরাহের ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ২০৩ টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ২০২২ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৪০টি। সন্ত্রাসবাদের বলি হয়ে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ২০২১ সালে ১২ টি সংগঠিত হওয়ার বিপরীতে ২০২২ সালে শুধুমাত্র দুইজন ব্যক্তি এক্ষেত্র প্রাণ হারিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে ২০২১ সালে ২২ জন নিরাপত্তারক্ষী প্রাণ হারানোর বিপরীতে ২০২২ সালে ৫ জন সুরক্ষা কর্মী নিহত হয়েছেন।

চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী হত্যা ছাড়াও সাধারণ হত্যাকান্ডের ঘটনা ২০২১ সালে ১১৯২ টি হওয়ার বিপরীতে ২০২২ সালে সেটা কমে হয়েছে ১০৭২ টি। এক্ষেত্রে এই ধরনের মামলা ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আর অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে

২০২১ সালে ১১৮০৯ টি ঘটনার বিপরীতে ২০২২ সালে ৫৫৮০ টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া দুর্নীতির ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ১৬ জন সরকারি অফিসার কর্মচারী অফিসার গ্রেপ্তার হওয়ার বিপরীতে ২০২২ সালে দুর্নীতিগ্রস্ত ৫৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই সংখ্যা ১০৪ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এরমধ্যে ৮৭ জনকে কৌশলগত ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় ২০২২ সালে ২৯৮ টি ঘটনার বিপরীতে ২০২১ সালে এই ধরনের মামলা সংগঠিত না হলেও ২০২০ সালে এক্ষেত্রে ৩৩৩ টি মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধী মামলার কোনো তথ্য ২০২১ সালে পাওয়া যায়নি। তবে ২০২০ সালে এক্ষেত্রে ১২৫ টি মামলার বিপরীতে ২০২২ সালে ৭৭ টি মামলা রজ্জু করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ মামলা হ্রাস পেয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন যেকোনো মামলার কনভেনশন রেট অর্থাৎ আদালতের দোষী সাব্যস্ত হওয়া অথবা অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় আদালতে শাস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ৬ শতাংশের বিপরীতে ২০২২ সালে ১৪ শতাংশ হয়েছে। তবে ২০২৩ সালে এটা ১৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে বলে অনুমান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এক্ষেত্রে সভাপতি পর্যায়ে ৫৪ শতাংশ কনভেনশন রেট রয়েছে। ফলে এই বিষয়ে আরো বহুদূর যেতে হবে। তবে ইদানিং রাজ্য সরকার তথা অসম পুলিশ এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। চার্জশিট দাখিল করার ক্ষেত্রে কয়েকদিন পর পর সাব ইন্সপেক্টরদের বিভিন্ন কর্মশালা আযোজন করে প্রযোজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি পক্ষে আইনগত লড়াইয়ে অবতরণ হওয়া আইনজীবীদের সরকারি নিযোগের অধীনে আনা হচ্ছে। ফলে এই বিষয়ে পরবর্তীকালে জাতীয় পর্যায়ের স্তরে অসমের কনভেনশন রেট বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গত ১০ বছর ধরে ঊর্ধ্বমুখী হওয়া অপরাধের সংখ্যা বর্তমান নিম্নগামী হচ্ছে। ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান রাজ্যের অপরাধী মামলা একটি মোড় নিয়ে ২০২২ সাল থেকে হ্রাস পাওয়ার দিকে গতি করেছে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত অসমে অপরাধ সংক্রান্ত মামলার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিবর্তন আসবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান সর্বমোট অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে অসম সর্বভারতীয় পর্যায়ে নবম স্থান থেকে বিংশ স্থানে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া মহিলার বিরুদ্ধে অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে অসম প্রথম স্থান থেকে সপ্তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। তবে এটাই শেষ নয়। এক্ষেত্রে অসম সপ্তম স্থান থেকে পঞ্চদশ স্থানে উন্নীত হতে হবে। অপরাধ সংক্রান্ত মামলা রাজ্যে নিম্নগামী হলেও এক্ষেত্রে এখনও সন্তুষ্ট নন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। রাজ্যে মূলত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সফলতা, নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ, সরকারি সুযোগ এবং চাকরির ব্যবস্থা এবং স্ট্রং পুলিশিং এর জন্য অসমে অপরাধের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ড্রাগস, রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ এর ক্ষেত্রে অসমকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অমীমাংসিত মামলা হ্রাস এবং সাম্প্রতিক নিযুক্তির ফলে ১৫০ টির অধিক মামলা তদন্ত করা প্রতিজন সাব ইন্সপেক্টর হাতে বর্তমান ৯ টি মামলা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ড্রাগসের ব্যবসায় অসম মূলত করিডর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রেও অসম, ত্রিপুরা শুধুমাত্র ট্রানজিট করিডর হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অসমকে ট্রানজিট করিডর হিসেবে ব্যবহার করে রোহিঙ্গারা বর্তমান রুটি রোজগরের স্বার্থে দেশের অন্যান্য স্থানে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। এমনকি ছত্রিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে যাওয়ার পর সেখানের স্থানীয় ব্যক্তিরা রাজ্যে রোহিঙ্গারা বসবাস করার বিষয়টি তাকে জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের লোক সেবা ভবনে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন আযোজন করে এক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যে ব্যাপকভাবে ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পুলিশ পরবর্তীকালেও কঠোর পদক্ষেপ নেবে। তবে কোন পরিস্থিতিতে রাজ্যে যুব প্রজন্মের মধ্যে ড্রাগসের আসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মানতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাওয়া কিংবা অবনমিত হওয়ার মাপদণ্ড কি সেটা কেউ জানেনা। এক্ষেত্রে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোনো সংগঠনের মাধ্যমে কোন ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। এই বিষয়ে কোনো ধরনের তথ্য নেই। পোলা এমনিতেই রাজ্যের যুব প্রজন্মকে ড্রাগসের নেশায় বুধ হয়ে রয়েছে বলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বলতে পারবেন না। যেহেতু তিনি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ফলে এই সাহস তার নেই। তবে সাংবাদিকরা সেটা লিখতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বর্তমান রাজ্যের যুব প্রজন্ম খেল মহারণ, সাংস্কৃতিক মহারণে যোগদান করছেন, ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি নিচ্ছেন। ফলে যুব প্রজন্মের মধ্যে ড্রাগসের নেশা ছড়িয়ে পড়ার কোনো তথ্য তার হাতে নেই। তিনি বলেন আরো কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্যে অমীমাংসিত মামলার সংখ্যা নেই হয়ে যাবে। ফলে অমীমাংসিত মামলা হ্রাস এবং সাম্প্রতিক নিযুক্তির জন্য আগে ১৫০ টির অধিক মামলা তদন্ত করা প্রতিজন সাব ইন্সপেক্টর হাতে বর্তমান ৯ টি মামলা রয়েছে। এর ফলে পুলিশের তদন্তের মানদন্ড বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। অন্যদিকে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং পরিবহন বিভাগ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগন্তুক নতুন বর্ষের প্রাক মুহূর্তে এক্ষেত্রে অধিক কঠোর স্থিতি নেওয়া হবে।

অসমে সর্বাধিক আইপিসি ধারা ৪৯৮ মতে সর্বাধিক মামলা রজ্জু হচ্ছে বলে জানান তিনি। আইপিসি ধারা ৪৯৮ অর্থাৎ পরিবার কেন্দ্রিক মামলা। ফলে এক্ষেত্রে মামলা করতে আসা স্বামী স্ত্রীদের কাউন্সিলিং করার জন্য সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আদালতে পাঁচ ছয় বছর মামলা চলার পর অবশেষে তারা বলে দেন তাদের মধ্যে কোন সমস্যা নেই। হলে ক্ষেত্রে মামলা রজ্জু হলেও কোনো পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হয় না। ফলে এবার থেকে মামলা রজ্জু করার পাশাপাশি চার্জশিট কিংবা অভিযোগনামা দাখিল করার আগে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় কাউন্সিলিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সিআইডিতে পৃথক দল বানিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ইদানিং অসম পুলিশের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ফরেনসিক পরীক্ষা ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের ৪০০০ কর্মী ইতিমধ্যে ফরেন্সিকের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এদিকে আলফা সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া আলোচনায় না আসা পর্যন্ত সংগঠনটিতে যুবকদের আসা যাওয়া অব্যাহত থাকবে। ফলে রাজ্যের প্রত্যেকে পরেশ বড়ুয়াকে আলোচনায় আসার ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করা উচিত বলে ফের মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

গোরাই তেলী পরিবার সমিতির সভা সফল করতে বৈঠক অনুষ্ঠিত

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ গোরাই তেলি পরিবার সমিতি ঝাড়খণ্ড কেন্দ্রীয় কমিটির বনভোজসহমিলন সমারোহ অনুষ্ঠানকে সফল করতে, নিমডিহ ব্লকের রঘুনাথপুরে সুদর্শন গোরাই এর সভাপতিত্বে একটি বৈঠক আযোজন করা হল। রবিবার ১৭ ডিসেম্বর চান্ডিল ড্যাম রিসোর্টে বার্ষিক বনভোজ সহ মিলন সমারোহ অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সমাজসেবক ডাঃ চন্দ্র মোহন গোরাই বলেন, বনভোজ সহ মিলন সমারোহ অনুষ্ঠানে সমাজের মানুষকে একত্রিত করার কর্মসূচি রয়েছে। এই অনুষ্ঠান আযোজনের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো সমাজে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং মাদক সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর শিশুদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানে সমাজের সহযোগিতার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক রূপেশ গোরাই, সভাপতি সঞ্জয় গোরাই, সাধারণ সম্পাদক লাখী চরণ গোরাই, সহসভাপতি দীনেশ গোরাই, ডাঃ চন্দ্র মোহন গোরাই, সমাজসেবক সুদর্শন গোরাই, আনন্দ গোরাই, মনোজ গোরাই প্রমুখ।

টুকরো খবর

বর্তমান এপিএসসি পরীক্ষার ইন্টারভিউ অব্যাহত থাকার মধ্যে এক্ষেত্রে কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে অধিক চর্চা করে দালালের বাজার খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সাগরে ভাসমান প্রার্থীরা যেকোনো জিনিসের সাহায্য নিয়ে তরী পার করতে চান

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ টাকার বিনিময়ে চাকরির এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ব্যাপক উদ্যমে তদন্ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এসআইটি। এই তদন্ত প্রক্রিয়ায় এসআইটি এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ইতিমধ্যে বহু সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এবার এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি এক্ষেত্রে কোনো ধরনের কেলেঙ্কারির তথ্য অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন বর্তমান এপিএসসি পরীক্ষার ইন্টারভিউ অব্যাহত থাকার মধ্যে এক্ষেত্রে কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে অধিক চর্চা করে দালালের বাজার খুলে দেওয়া হচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে গতকালই ডিজিপি জিপি সিংহ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত দোষীদের আইনগত ভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের লোক সেবা ভবনে বুধবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই বিষয় নিয়ে অধিক চর্চা করা উচিত নয়। কারণ বর্তমান এপিএসসি পরীক্ষার ইন্টারভিউ অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া এপিএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে কেন অধিক চর্চা করা হয় সেটা তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেননি। পরীক্ষার ছয় মাস আগে কিংবা ৬ মাস পরে নয় ঠিক পরীক্ষা অব্যাহত থাকার মধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যম, সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক চর্চা আলোচনা অব্যাহত থাকে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে এপিএসসি পরীক্ষা অবতীর্ণ প্রার্থীদের মাথা ঠান্ডা করে নিজেদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এই বিষয় নিয়ে অধিক আলোচনা না করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই বিষয় নিয়ে অত্যাধিক চর্চা শুরু হলে স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে একটি দালালের বাজার সৃষ্টি হয়। এপিএসসি পরীক্ষা অবতীর্ণ প্রার্থীরা নানা আশঙ্কায় অবশেষে দালালের শরণাপন্ন হন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন দালালের চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে অবশেষে দালালরা সেই টাকা ফিরিয়েও দেয়। কিন্তু কিছু পরিমাণ টাকা তারা ফেরত দেয় না। কেউ যদি এক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা দেয়। তাহলে দালালরা প্রার্থীদের ৯ লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিতে দেখা যায়। ফলে অহেতুক এই বিষয় নিয়ে অত্যাধিক চর্চা আলোচনা করে দালালদের এই ধরনের অপকর্ম করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সাগরে ভাসমান প্রার্থীরা যেকোনো জিনিসের সাহায্য নিয়ে তরী পার করতে চান। ফলে এপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয় বলে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

জমি দখল সহ এই সংক্রান্তে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নতুন উপায় বের করছে রাজ্য সরকার, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে পরিকল্পনার সবিস্তার খোলাসা করা হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

এক্ষেত্রে অপরাধের মোডাস অপারেন্ডি সরকারের আয়ত্তে এসেছে, ফলে এর সমাধান সম্ভব

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ জমি সংক্রান্তে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া প্রতি জন ব্যক্তির জন্য সুখবর। ভবিষ্যতে জমি দখলের আশঙ্কা কিংবা ১৫ বছর, পর ১০ বছর আগে জমি সংক্রান্ত সঠিক মামলা আদালতে হেরে যাওয়া ব্যক্তিদের সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে অসম সরকার। এক কথায় বলতে গেলে রাজ্য সরকার জমি দখল সহ এই সংক্রান্তে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নতুন উপায় বের করছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে এই সংক্রান্তে পরিকল্পনার সবিস্তার খোলাসা করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কারণ সরকার এই ধরনের অপরাধের মোডাস অপারেন্ডি জানতে পেরেছে। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের লোক সেবা ভবনে বুধবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন জমি হারানো বহু ব্যক্তিকে হয়তো রাজ্য সরকার সাহায্য করতে পারবে। এমনকি ১০-১৫ বছর আগে জমি সংক্রান্ত সঠিক মামলা আদালতে হেরে যাওয়া ব্যক্তিদের সাহায্য করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে। এর ফলে বহু মানুষের উপকার হবে, জীবনে নতুন আনন্দ আসবে। কারণ এক্ষেত্রে বড় ধরনের জালিয়াতির খোঁজ পেয়েছে সরকার। এই সংক্রান্তে ব্যাপক তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। জমি সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সরকার পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পর ভবিষ্যতে অসমে জমি দখল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই বিষয়টির ক্ষেত্রে অসম পুলিশ অনেক বড় ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ করে গুয়াহাটি মহানগর সিটি পুলিশ এক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়ে গেছে। ডিজিপি বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। সম্পূর্ণ জমির এই ব্যবস্থা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জমি দখল করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। আগামী বছর জানুয়ারিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে। তার আগে যাবতীয় কাজ সেরে নিতে হবে। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলা শাসকদের ডেকে এনে এই বিষয়টি সংক্রান্তে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। যেহেতু সিটি পুলিশ রাজ্যের অন্য স্থানে যেতে পারবে না। ফলে এক্ষেত্রে অতি শীঘ্র এসআইটি গঠন করে সারা রাজ্যজুড়ে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান তবে তার আগে সিটি পুলিশের এক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি পাওয়া প্রযোজন। বর্তমান সিটি পুলিশ একটি ট্রাকে রয়েছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে এসআইটি গঠন করে দিলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ইতিমধ্যে ডিসিদের ডেকে এনে কিভাবে তাদের সাবধান হওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আগের মামলা গুলো কি ফর্মুলাতে গিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে সেটাও শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ জমি সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে কিভাবে ঘটনা সংঘটিত হয় সেটার মোডাস অপারেন্ডি সরকার বুঝতে পেরেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অযোধ্যার খাদ থেকে বুলেরো গাড়ি সহ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

পুরুলিয়া (অনিশা গোরাই) ঃ উল্লেখ্য গত ১০ ই অক্টোবর সাত সকালেই বাঘমুন্ডি পাহাড়ের লোয়ার ড্যাম এর খাদ থেকে একটি বুলেরো গাড়ি উদ্ধার করে বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ। গাড়ির মধ্যেই এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় সেই সময়, তিনদিন পর আরো একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঘটনাস্থলের খানিকটা দূর থেকে। যদিও সেই সময় পুলিশের অনুমান দুর্ঘটনা হয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনার তদন্তে নেমে দেখা যায় এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়। একটি খুনের মামলা শুরু করে তদন্তে নামে বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে ঝাড়খন্ডের আদিত্যপুর মুসলিম বসতি থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করে বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ সেলিম, ও মহম্মদ সফিক। বুধবার তাদের আদিত্যপুর থেকে গ্রেফতার করে পুরুলিয়া জেলা আদালতে আনা হয়। আদালতে তোলার পর ১৪ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

সাবেকদের ক্রিকেটে লেগে গেল গম্ভীর ও শ্রীশান্তের

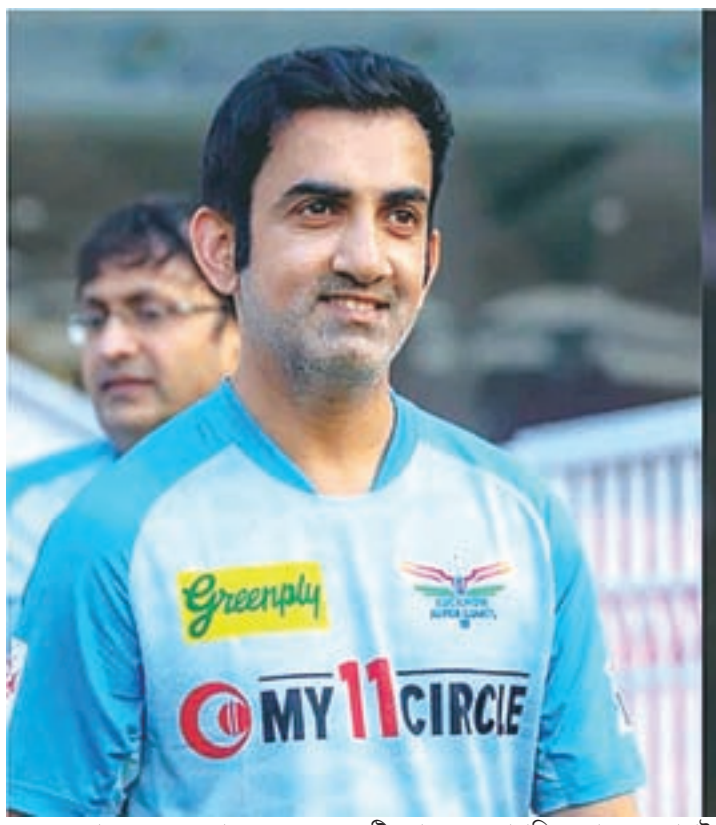

নয়া দিল্লি ঃ লেজেন্ডস লিগে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়েছেন সাবেক ভারতীয় পেসার এস শ্রীশান্ত ও তাঁর সাবেক সতীর্থ গৌতম গম্ভীর। শ্রীশান্তের অভিযোগ, গম্ভীর তাঁকে কোনো রকম প্ররোচনা ছাড়াই ক্রমাগত 'ফিক্সার' বলে গেছেন। অন্যদিকে ইঙ্গিতপূর্ণ টুইট করেছেন গম্ভীর।

সাবেক ক্রিকেটারদের এ টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হচ্ছে ভারতে। ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস নামের দলের অধিনায়কত্ব করছেন গম্ভীর, অন্যদিকে শ্রীশান্ত খেলছেন গুজরাট জায়ান্টসের হয়ে। গতকাল বুধবার সুরাটে শ্রীশান্তের দল গুজরাটকে ১২ রানে হারায় গম্ভীরের ক্যাপিটালস। সে ম্যাচেই বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন দুজন।

ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সময় মাঠের পাশ থেকে করা একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন শ্রীশান্ত। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, 'কোনো প্ররোচনা ছাড়াই তিনি আমাকে এমন কিছু বলেছেন যা খুবই নির্দয়, এবং জনাব গৌতম গম্ভীরের এটি বলা উচিত হয়নি। আমি মোটেও কোনো দোষ করিনি, এ ব্যাপারটি এখনো পরিষ্কার করে বলতে চাই। ক্রিকেট মাঠে সরাসরি তিনি যা বলেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।'

গম্ভীর আগেও অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে এমন করেছেন, শ্রীশান্ত দাবি করেন সেটি, 'সে এমনকি বীরু ভাইসহ (বীরেন্দর শেবাগ) নিজের আরও অনেক সিনিয়র ক্রিকেটারদেরই সম্মান করে না।' অবশ্য গম্ভীর তাঁকে কী বলেছেন, সে সময় শ্রীশান্ত তা সরাসরি উল্লেখ করেননি। তবে দুজনের বাগবিতণ্ডার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তাতে দেখা যায়, দুজনকে শান্ত করতে ছুটে এসেছেন দুই আম্পায়ার ও গুজরাট অধিনায়ক পার্থিব প্যাটেল। তবে আজ ইনস্টাগ্রামে আরেকটি ভিডিও পোস্ট করেন শ্রীশান্ত। গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর কী হয়েছিল, সে ব্যাপারে বিস্তারিত বলেন তিনি। ২০০৫ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে ৯০টি ম্যাচ খেলা শ্রীশান্ত দাবি করেন, 'সে আমাকে গালি দিয়ে যাচ্ছিল সরাসরি সম্প্রচারিত ম্যাচে, উইকেটের মাঝে, আমি কোনো খারাপ শব্দ ব্যবহার করিনি, একটি গালিও দিইনি তাকে। আমি শুধু বলেছি, তুমি কী বলছ।'

এরপর তিনি যোগ করেন, 'এমনকি আমি ব্যাঙ্গ করে হাসছিলামও কারণ, সে আমাকে বলেই যাচ্ছিল, ফিক্সার, ফিক্সার, তুমি একটা ফিক্সার এখান থেকে দূর হও (গালি) ফিক্সার। সরাসরি সম্প্রচারিত ম্যাচে এ ভাষাই সে ব্যবহার করেছে। আমি সরে গেছি, কিন্তু সে ওই একই শব্দ বলেই যাচ্ছিল। সে কেন এটি বলা শুরু করল, সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই। ওভারের শেষের ঘটনা। কেন সে এটা করতে গেল, কোনো ধারণা নেই আমার।' ২০১৩ সালে আইপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে রাজস্থান রয়্যালসের তিনজন খেলোয়াড়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, শ্রীশান্ত তাঁদের একজন। ২০১৯ সালে এসে সুপ্রিম কোর্ট শ্রীশান্তের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন। ফলে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সাত বছরের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়। এদিকে শ্রীশান্তের নাম উল্লেখ করলেও এমন ঘটনার পর ইঙ্গিতপূর্ণ টুইট করেন গম্ভীর। নিজের হাসির একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'বিশ্ব যখন মনোযোগ চাইছে, তখন হাসতে থাকো।'

ভারতের হয়ে একসঙ্গে ৪৯টি ম্যাচ খেলেছেন শ্রীশান্ত ও গম্ভীর। দুজনই ২০০৭ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য।

ওয়ার্নারজনসনকে নিয়ে বসতে চান পন্টিং

পর্থ ঃ পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট এখন মিচেল জনসনডেভিড ওয়ার্নার বিতর্কে তোলপাড়। ফর্মহীন এবং 'স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারি'তে জড়িত ওয়ার্নারকে কেন 'নায়কোচিত' বিদায় দেওয়া হচ্ছে, এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন জনসন। যার জেরে প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি, ওয়ার্নারের ব্যবস্থাপক হতে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটারদের কয়েকজন মন্তব্য করেছিলেন। এবার ওয়ার্নারজনসন বিতর্কে মুখ খুলেছেন বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং ও স্টিভ ওয়াহও। এর মধ্যে দুই পক্ষের বিরোধ সমাধানে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন পন্টিং, যিনি তাঁর খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারের শেষ দিকে জনসনওয়ার্নার দুজনেরই অধিনায়ক ছিলেন। দুই অস্ট্রেলিয়ানের দ্বন্দ্বের বিষয়টি সামনে আসে গত সপ্তাহে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আসন্ন পার্থ টেস্টের দল ঘোষণার পর। ১৪ ডিসেম্বর পার্থ টেস্ট দিয়ে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়াপাকিস্তানের তিন টেস্টের সিরিজ। এই সিরিজের প্রথম টেস্টের ১৪ জনের মধ্যে আছেন ওয়ার্নার, যা তাঁকে ৩ জানুয়ারি শুরু সিরিজের শেষ ম্যাচ সিডনি টেস্ট খেলে অবসর নেওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছে। ওয়ার্নার আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে সিডনিতে খেলে টেস্টকে বিদায় বলতে চান। তবে গত কয়েক বছরে এই বাঁহাতির ফর্ম তাঁর দলে থাকা প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছিল। ২০১৯২০ মৌসুমের পর থেকে টেস্টে ওয়ার্নারের গড় মাত্র ২৮ রান। ২০২০ সালের পর টেস্টে শতক মাত্র একটি। একই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ পারফর্ম করে দলে ঢোকার দাবি জানিয়ে রেখেছেন ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ম্যাট রেনশরা। এমন প্রেক্ষাপটে ফর্মহীন ওয়ার্নারকে তাঁর ইচ্ছানুসারে অবসর নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ানএ লেখা কলামে প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি ও ওয়ার্নারের সমালোচনা করেন জনসন। যা শুনে জনসনের মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বেইলি। ওয়ার্নার এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা না বললেও অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটারদের সঙ্গে জনসনের সমালোচনা নিয়ে যোগাযোগ করেছেন বলে জানিয়েছে সিডনি মর্নিং হেরাল্ড। কয়েক দিন ধরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে আলোচিত এই ওয়ার্নারজনসন বিতর্ক থামা দরকার বলে মনে করেন পন্টিং। সেভেন নেটওয়ার্কের ব্রেকফাস্ট শো সানরাইজে সাবেক এই অধিনায়ক সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার কথাও বলেছেন, 'একটা পর্যায়ে দুজনকে নিয়ে আমাকে বসতে হবে। ওদের মধ্যে আমার মধ্যস্থতাকারী হওয়া দরকার। বাইরে গণমাধ্যমে বলাবলির চেয়ে দুজনকে এক কক্ষে ঢুকিয়ে সামনাসামনি কথা বলাতে হবে।' জনসনের ভাষ্য, ওয়ার্নারের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত এপ্রিলে। তখন ওয়ার্নারের স্ত্রী ক্যান্ডিস অ্যাশেজের দলে 'ওয়ার্নারের বিকল্প নেই' মন্তব্য করলে সেটিকে 'ক্রিঞ্জি' বা 'সস্তা' বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন জনসন। এর প্রতিক্রিয়ায় জনসনকে টেক্সট করেন ওয়ার্নার। দুজনের দূরত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে ২০০৩ ও ২০০৭ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক পন্টিং বলেন, 'দুজনই খানিকটা অভিমানী স্বভাবের। এই ব্যাপার শুরু হয়েছে ছয় থেকে আট মাস আগে, অ্যাশেজের দল নির্বাচনের সময়ে। মনে হচ্ছে, দুজনের একসঙ্গে বসে মুখোমুখি কথা বলা ছাড়া ব্যাপারটা শেষ হবে না। আমি চাই (দুজন) মুখোমুখি বসুক।' অস্ট্রেলিয়ার আরেক সাবেক অধিনায়ক স্টিভ ওয়াহও বিষয়টির সমাধান চান। জনসন ও ওয়ার্নারের বিরোধ 'মীমাংসা হওয়া দরকার' মন্তব্য করে ১৯৯৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেন, 'ওরা দুজনই প্রাপ্তবয়স্ক। দুজনের নিজস্ব মতামত আছে। তবে ওদেরকে সমালোচনাও সামাল দিতে হবে।'

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাকিস্তানের তৃতীয় পেসার কে

লাহৌর ঃ পাকিস্তান তাদের সর্বশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে দুই পেসারের সঙ্গে তারা খেলিয়েছিল দুই স্পিনার। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে সে কম্বিনেশন যে বদলাতে হবে, তা জানা কথাই। তবে বোলিং লাইনআপটা কেমন হবে, সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত নন পাকিস্তানের নতুন অধিনায়ক শান মাসুদ।

বিশেষ করে পাকিস্তানের ভাবনার বিষয় তৃতীয় পেসার নিয়ে। সর্বশেষ টেস্টে শাহিন শাহ আফ্রিদির সঙ্গে ছিলেন নাসিম শাহ, যিনি চোটের কারণে খেলার বাইরে। এবার শাহিনের সঙ্গে মূল একাদশে থাকার ক্ষেত্রে এগিয়ে অভিজ্ঞ হাসান আলীই। একমাত্র স্পিনার হিসেবেও এগিয়ে থাকার কথা আবরার আহমেদের। গত ডিসেম্বরে অভিষেকের পর থেকে ৬ টেস্টে এ লেগ স্পিনার নিয়েছেন ৩৮ উইকেট, আরেক স্পিনার নোমান আলীর চেয়ে তাঁকেই বেশি পছন্দ হওয়ার কথা পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্টের।

ফলে অন্তত পেস বোলিং বিভাগে একটি জায়গা পূর্ণ করতে হবে পাকিস্তানকে। শাহিন ও হাসান ছাড়াও দলে বিশেষায়িত পেসার হিসেবে আছেন ২ টেস্ট খেলা মোহাম্মদ ওয়াসিম, অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ডানহাতি পেসার খুররম শেহজাদ ও বাঁহাতি পেসার মীর হামজা। দুজন পেস বোলিং অলরাউন্ডারও আছেন দলেফাহিম আশরাফ ও আমির জামাল।

বোলিং কম্বিনেশন ঠিক করার একটি সুযোগ হয়ে এসেছে ক্যানবেরায় চলমান অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচ। মাসুদের অপরাজিত দ্বিশতকে ৯ উইকেটে ৩৯১ রান তোলার পর প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে দিয়েছে পাকিস্তান, দ্বিতীয় দিন বোলাররা সুযোগ পেয়েছেন ৬০ ওভার বোলিংয়ের। এদিন শাহিন, হাসান ও ওয়াসিম ছাড়া বাকি পেসাররা বোলিং করেছেন। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন আবরার ও খুররম।

যদিও ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া পার্থ টেস্টে ভিন্ন ধরনের উইকেটই পাবে পাকিস্তান। কম্বিনেশন কী হবে, এ ব্যাপারে মাসুদ বলেন, 'ম্যাচের যত কাছাকাছি যাব, পিচ ও কন্ডিশন দেখব, ছেলেরা তাদের ফিটনেস ও ওয়ার্কলোডের কী অবস্থায় আছে তখনই সিদ্ধান্ত নিতে পারব। প্রতিপক্ষের দিকেও খেয়াল করতে হবে, ম্যাচআপ বা বোলিংয়ের ধরনএগুলো এখন ক্রিকেটে বড় ব্যাপার।'

এরপর তিনি বলেন, 'অবশ্যই শাহিন ও হাসান সিনিয়র বোলার, তাদের আনা হবে, কিন্তু আপনি সবাইকেই সমান সুযোগ দিয়ে দেখতে চাইবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে। তবে দলের সমন্বয়টাও প্রভাব ফেলেআমরা কি একজন অলরাউন্ডার খেলাব, স্পিনারের ভূমিকা কী হবে? ফলে আমরা অনেক কিছুই দেখছি, এমন একটা ম্যাচ খেলতে পেয়ে খুশি।'

আবরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন, সেটিরও আভাস দিয়েছেন মাসুদ। ক্যানবেরায় দ্বিতীয় দিন ১৯ ওভার বোলিং করেছেন তিনি। তবে এর আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৫ টেস্টে আরেক লেগ স্পিনার ইয়াসির শাহর ৮৯.৫০ গড়ও ভাবনার বিষয় হতে পারে পাকিস্তানের। কিন্তু মাসুদ বলছেন, 'স্পিনাররা গুরুত্বপূর্ণ, অস্ট্রেলিয়ান দলেও অনেক বছর ধরেই নাথান লায়ন কতটা ভালো তা দেখেছি। ফলে স্পিনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এমন কন্ডিশনে ফাস্ট বোলারদের জন্য যা অনেক সহায়ক। আবরার আমাদের জন্য সত্যিই ভালো করেছে, ভালো দলের বিপক্ষে অনেক উইকেট নিয়েছে। এ সফরেও তেমন কিছু করবে সেই আশা করছি।' প্রস্তুতি ম্যাচে আবরারের বলে আউট হওয়া মার্কাস হ্যারিসও তাঁর প্রশংসা করেছেন, 'সে ভালো, ভিন্ন ধরনের। আমরা ভাগ্যবান যে তার কিছু ফুটেজ দেখেছি। আগে দেখে না থাকলে তার মুখোমুখি হওয়া শুরুতে একটু কঠিন। সে লেগ স্পিনার হিসেবে খুবই নিখুঁত, যেটি লড়াইয়ের অর্ধেক কাজ করে দেয়। এরপর তার বৈচিত্র্যও আছে। যদিও নিশ্চিত নই পার্থের উইকেট তার জন্য কতটা উপযুক্ত হবে, মেলবোর্নও। তবে সিডনি এখানকার চেয়ে খুব আলাদা হবে না। সে পুরো দিনই ভালো বোলিং করেছে।'

ইয়েমেনের ক্ষেপণাস্ত্র যেভাবে হামাসইসরায়েল যুদ্ধে উত্তেজনা বাড়াতে পারে

ইয়েমেন (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইয়েমেন উপকূল থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দূরত্ব এক হাজার মাইলেরও বেশি। কিন্তু গত রোববার লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে গাজায় ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধের তীব্রতা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের যে ডিভিশনটি মধ্য প্রাচ্যে নিয়োজিত আছে সেই ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের তথ্য অনুযায়ী, ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা আন্তর্জাতিক জলসীমায় থাকা তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে চারটি হামলা চালিয়েছে।

ওই হামলায় একই সাথে বিস্ফোরক বহনকারী ড্রোন এবং জাহাজ বিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার অবশ্য আগে থেকে ওই এলাকায় মোতায়েন ছিল, আর এর মাধ্যমেই গুলি করে ড্রোন তিনটিকে ভূপাতিত করা হয়। এছাড়া আরো একটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছিল তারা। যদিও তাতে সামান্য ক্ষতি হলেও কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

পেন্টাগন বলছেন এসব হামলাগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সমুদ্র সীমার নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি হুমকি।

পরে আরেক বিবৃতিতে তারা দাবি করে, 'এসব হামলা হয়েছে ইয়েমেন থেকে এবং এগুলোর পেছনে আছে ইরান।' হামলাগুলো যেখানে হয়েছে সেই স্থান বা লোকেশনটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। এটি হয়েছে বাব এল মান্দেব প্রণালীর একটি কৌশলগত চেকপয়েন্টের উত্তর প্রান্তে।

প্রায় কুড়ি মাইল চওড়া এ চ্যানেলটিই আরব উপত্যকা থেকে আফ্রিকাকে আলাদা করেছে। ধারণা করা হয়, প্রতি বছর প্রায় ১৭ হাজার জাহাজ এই এলাকার ওপর দিয়ে পণ্য আসাযাওয়া করে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ রুট।

কোন জাহাজকে সুয়েজ খাল অতিক্রম করে ভারত মহাসাগরের দিকে যেতে হলে এই প্রণালী অতিক্রম করে যেতে হয়, যেটি ইয়েমেন উপকূলের খুবই কাছে।

তাহলে ওই হামলাগুলোর কারণ কী আর এর সাথে গাজারই বা সম্পর্ক কী?

ইয়েমেনের জনবহুল এলাকাগুলো ২০১৪ সাল থেকেই হুতি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। এর মধ্যে লোহিত সাগর উপকূলও আছে। উপজাতীয় এই মিলিশিয়া বাহিনী ইয়েমেনের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। তাদের সহায়তা করে ইরান এবং হুতিদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেয়ার অভিযোগ আছে দেশটির বিরুদ্ধে। এসব অস্ত্রের মধ্যে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিও আছে। এটি একেবারেই গাজায় হামাসকে কিংবা লেবাননে হেজবুল্লাহকে যেভাবে সহায়তা দেয়া

হয় ঠিক তেমন।

গত নয় বছরের বেশি সময় ধরে হুতিদের বিদ্রোহ এক বিপর্যয়কর গৃহযুদ্ধের সূচনা করেছে, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়ে এক মানবিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের সমর্থন নিয়ে হুতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও, তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকারকে ক্ষমতায় পুনর্বহাল সম্ভব হয়নি।

এই যুদ্ধের সময় হুতিরা অসংখ্য দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে এবং ড্রোন হামলা চালিয়েছে সৌদি আরব, আমিরাত ও ইয়েমেনের ভেতরে।

তাদের হামলায় আক্রান্ত হয়েছে বেসামরিক বিমানবন্দর, শহর, পেট্রোক্যামিক্যাল অবকাঠামোসহ বহু সামরিক স্থাপনা। গত সাতই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলার পর হুতিরা তাদের সমর্থন জানিয়েছে - তাদের ভাষায় 'গাজায় তাদের ভাইদের প্রতি'।

তারা এইলাটসহ ইসরায়েলের অন্যান্য টার্গেটে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করেছে। এগুলো যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর 'ইউএসএস কারণে' গুলি করে ভূপাতিত করে। হুতিরা অনেক সময় জাহাজকেও টার্গেট করে যদি তারা মনে করে এসব জাহাজের সাথে ইসরায়েলের কোন যোগসূত্র আছে।

নভেম্বরেই তারা কার্গো শিপ গ্যালাক্সি লিডারে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে যোদ্ধাদের পাঠিয়ে সেটি আটক করে।

তারা কোন ইসরায়েলি জাহাজের ওই উপকূল অতিক্রমকে প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছে।

গত রোববার এক বিবৃতিতে তাদের সামরিক মুখপাত্র বলেছে ইসরায়েলি জাহাজ হওয়ার কারণেই তারা কিছু নৌযানে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

যদিও ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ওইসব জাহাজের সাথে দেশটির সরকারের যোগসূত্র উড়িয়ে দিয়েছে। তবে গণমাধ্যমে আসা রিপোর্ট অনুযায়ী ধনাঢ্য কিছু ইসরায়েলি ব্যক্তি ওই বেসরকারি বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত।

জবাবে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ও সহযোগীদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথ জবাব দেয়ার কথা বলেছে। সাধারণত ওয়াশিংটন ওই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়াতে পারে এমন কিছু করতে চায় না, যেখানে এমনিতেই গাজা যুদ্ধের কারণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

কিন্তু যদি হুতিরা ইয়েমেন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া অব্যাহত রাখে, তাহলে হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকেও ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যেসব এলাকা থেকে নিক্ষেপ হয় সেসসব জায়গা লক্ষ্য করে পাল্টা পদক্ষেপ নিতে হবে। সেটি হলে সেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে ইরানও। আর তাতে আরও বড় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

বিশেষ করে ওই অঞ্চলে ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি সংঘাতের আশংকাও তৈরি হতে পারে।

আপাতত উভয় পক্ষই সেটি সচেতনভাবেই এড়াতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে।

কবে, কোথা থেকে, কে প্রথম রিকশা বাংলাদেশে আনেন

ঢাকা ঃ পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে রিকশার ব্যবহার উঠে গেলেও বাংলাদেশে রয়েছে এর বহুল প্রচলন। ঢাকাকে অনেকে বলেন রিকশার নগরী। কোন ভিনদেশী যদি বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে পা রাখেন তাহলে যে বিষয়টি তার প্রথমেই চোখে পড়বে সেটা হল তিন চাকার বাহন রিকশা। মানবচালিত মানববাহী এই বাহনটি বাংলাদেশের বাইরে আর কোন দেশেই এতো পরিমাণে নেই। এজন্যই হয়তো ঢাকাকে রিকশার নগরী বলেন অনেকে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, শুধুমাত্র ঢাকায় বৈধ অবৈধ মিলে প্রায় ১৫ লাখ রিকশা চলাচল করছে। আর পুরো দেশে কি পরিমাণ রিকশা চলছে সেটার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই।

এই বিপুল পরিমাণ রিকশার ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে আছে দেশটির এক বিশাল জনগোষ্ঠী।

গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ২০১৫ সালের প্রকাশনা অনুযায়ী, ঢাকার ৪০ শতাংশ মানুষ নিয়মিত চলাচলের ক্ষেত্রে রিকশার ওপর নির্ভরশীল।

অথচ এই রিকশার উদ্ভব বাংলাদেশে হয়নি। হয়েছে জাপানে। বেশিরভাগ গবেষণা তাই বলছে। আবার কোন কোন গবেষকদের মতে এই রিকশা তৈরি করেছেন মার্কিনীরা। রিকশা আবিষ্কারের সঠিক ইতিহাস নিয়ে এমন অনেক মতভেদ আছে।

বাংলাদেশে যে প্যাডেল দেয়া সাইকেল রিকশার প্রচলন সেটা সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে বলে ইতিহাসবিদ ও গবেষক মুনতাসির মামুনের স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী ঢাকা বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাতে টানা রিকশা

'রিকশা' শব্দটি এসেছে জাপানি 'জিন্‌রিকিশা' শব্দ থেকে। যেখানে জিন্ অর্থ মানুষ, রিকি অর্থ শক্তি এবং শা অর্থ বাহন।

শব্দগুলোকে যোগ করলে রিকশার আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় মানুষের শক্তিতে চলা বাহন বা মানুষ চালিত বাহন।

তবে শুরুর দিকে কোন রিকশাই তিন চাকার ছিল না। সেগুলো মূলত দুই চাকায় ভর করে চলতো এবং সামনে ছিল লম্বা হাতল। এই হাতল ধরে একজন মানুষ ঠেলাগাড়ির মতো হেঁটে বা দৌড়ে এই রিকশা টেনে নিতেন। সে সময় 'রিকশা' বলতে এ ধরনের হাতে টানা রিকশাকেই বোঝানো হতো।

পরে দুই চাকার রিকশার ডিজাইন তিন চাকার রিকশায় বিকশিত হয়।

গবেষক এম উইলিয়াম স্টিলির রিকশা ইন সাউথ এশিয়া, ইন্ট্রোডাকশন টু স্পেশাল সেকশন গবেষণা প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছে, ১৮৬৯ সালের দিকে জাপানে কাহারটানা পালকির বিকল্প হিসেবে এই হাতে টানা রিকশার উদ্ভব হয়। পালকি টানা ছিল কষ্টসাধ্য, গতি ছিল অনেক কম। সে হিসেবে রিকশা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাহন হওয়ায় এটি বাজারে আসতেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেশটির মিজি সাম্রাজ্যের শাসনামলে এই রিকশা তৈরি হয়।

শুরুর দিকে কেবল ভারী মালপত্র বহনের জন্য রিকশা ব্যবহৃত হতো, যা ১৮৭০ সালের পর মানুষের চলাফেরার জনপ্রিয় বাহন হয়ে ওঠে।

ওই গবেষণা অনুযায়ী ১৮৭৫ সাল নাগাদ জাপানে রিকশার সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায়। এরপর আকিহা দাউসুকে নামে এক ব্যবসায়ী রিকশার আকার ছোট, আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক করে তোলেন। তখন থেকেই নরম সিট, হুড এবং ফুট রেস্ট, টায়ার যুক্ত করা হয়।

সেখান থেকেই এসব রিকশা চীন (১৮৭৩) , হংকং (১৮৭৪), সিঙ্গাপুরে (১৮৮০), ছড়িয়ে পড়ে।

জাপানের ইতিহাসবিদ সিডেনস্টিকারের মতে, এই রিকশা প্রথম তৈরি করেছিলেন ইজুমি ইযোসুকি নামের এক রেস্তোরাঁর মালিক, ১৮৬৯ সালে।

অবশ্য এই রিকশা আবিষ্কারের পেছনে ইজুমি ইযোসুকির সাথে আরও দুজনের নামও জুড়ে দেয়া হয়। তারা হলেন সুজুকি টোকোজিরো ও তাকায়ামা কোসুকি। মানুষ বহনের কাজে বাহনটি জনপ্রিয়তা পেলে ১৮৭০ সালের জাপান সরকার ওই তিনজনকে এই বাহনটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি ও বিক্রির অনুমোদন দেয়। রিকশা চালানোর লাইসেন্স হিসেবে এ তিনজনের যে কোনও একজনের অনুমোদনের সিল লাগতো। গবেষণায় তাই তাদেরকেই রিকশা আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া হয়েছে।

এভাবে আস্তে আস্তে রিকশা জাপান থেকে ভারত, চীন, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

একেক দেশে এই রিকশার গঠন ও আকৃতি একেকরকম, নামও হয় আলাদা। চীনে একে বলা হয় সানলুঞ্চে, কম্বোডিয়ায় সিক্লো, মালয়েশিয়ায় বেকাক, ফ্রান্সে স্লাইকো নামে রিকশা পরিচিতি পায়।

আবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এটি পেডিক্যাব নামেও পরিচিত। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জ্বালানি সংকটের কারণে বিভিন্ন দেশে রিকশার প্রচলন ব্যাপক বেড়ে যায়।

পঙ্গু স্ত্রীকে শহর দেখানোর ইচ্ছা থেকে রিকশা আবিষ্কার

রিকশা জাপানে উদ্ভাবিত হলেও সেটির নকশা করেছিলেন জোনাথন স্কোবি বা জোনাথন গোবলে নামের একজন মার্কিন খ্রিস্টান মিশনারী । পারকার এফ ক্যালভিনের লেখা জোনাথন গোবলে ইন জাপান বইয়ে এমনটাই দাবি করা হচ্ছে। মি. জোনাথন ধর্ম প্রচারের কাজে জাপানের ইযোকোহামা শহরে থাকতেন। তার স্ত্রী এলিজা গোবলে হাঁটতে চলতে পারতেন না। স্ত্রীকে ইযোকোহামা শহর ঘুরিয়ে দেখাতে মি. স্কোবি ১৮৬৯ সালে দুই চাকার সামনে হাতল বিশিষ্ট বাহনের নকশা আঁকেন এবং কাঠ দিয়ে তৈরি করেন। সেই বাহনের নাম তিনি দেন জিনরিকশা। যা কালের বিবর্তনে রিকশা নামেই পরিচিতি পায়।

দুই চাকার এই হাতে টানা বাহনটি রিকশার প্রাথমিক সংস্করণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট নিবন্ধন পায়। তারপর সেটির অনুকরণে জাপানে এই বাহনটি নির্মাণ শুরু হয়। তবে এটি কোন মানুষ পরিবহনে নয় বরং ব্যবহৃত হতো মালপত্র পরিবহনের জন্য। আবার এমনটাও বলা হয় যে, ১৮৮৮ সালে একজন মার্কিন ব্যাপ্টিস্ট রিকশা আবিষ্কার করেছেন। উইলিয়াম ই লুইসের থ্রু দ্য হার্টল্যান্ড অন ইউএস বইয়ে বলা হয়েছে, রিকশা আবিষ্কার হয়েছিল ১৮৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের ওরচেস্টারে। সেখানকার এক কামার অ্যালবার্ট টোলম্যান দক্ষিণ আমেরিকান মিশনারীর চলাচলে সুবিধার জন্য রিকশাটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে জানা যায়। আবার বার্লিংটন কাউন্টি হিস্ট্রিকাল সোসাইটির গবেষণায় বলা হয়েছে, মার্কিন গাড়ি নির্মাতা জেমস বার্চের জাদুঘরে এ ধরণের একটি রিকশার মডেল প্রথম প্রদর্শন করতে দেখা যায়। সেটাও ১৮৬৭ সালের দিকে। মি. বার্চ দাবি করেছিলেন, এটি তার ডিজাইন করা বাহন।

বাংলাদেশে এলো কিভাবে

রিকশা আবিষ্কারের পেছনে যেসব দেশের নাম উঠে এসেছে, সেখানকার কোথাও এই বাহনটির কোন অস্তিত্ব এখন নেই।

বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, জাপানি ভাষায় 'নিনতাকু' নামে পরিচিত রিকশা'র উৎপত্তি জাপানে হলেও বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের মধ্যে জাপান থেকে সাইকেল রিকশা উঠে যায়।

বরং বাংলাদেশে এসেই এই বাহনটি প্রসার ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

মুনতাসির মামুনের গবেষণা প্রবন্ধ অনুযায়ী বাংলাদেশে এই রিকশা এসেছে ১৯৩০ এর দশকে ভারত থেকে।

আর ভারতে প্রথম রিকশার প্রচলন শুরু হয় ১৮৮০ সালের দিকে সিমলা শহরে। বলা হয়, রেভারেন্ট জে ফরডাইস নামের এক স্কটিশ মিশনারী প্রথম এই রিকশা এনেছেন। এর প্রায় ২০ বছর পর ১৯০০ সালে সেই রিকশা কলকাতায় আসে। সেখানেও প্রথমে যাত্রী বহনের জন্য নয় বরং মালামাল টানার জন্য রিক্সা ব্যবহার করা হত। কলকাতায় রিকশায় যাত্রী বহন শুরু হয় ১৯১৪ সাল থেকে। তখনকার পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, প্রথমবারের মতো রিকশায় যাত্রী পরিবহনের অনুমতি দিয়েছিল বলে জানা গেছে।

প্রথম রিকশা আসে চট্টগ্রামে, এরপর ঢাকায়

মিয়ানমারের রেঙ্গুনে ততদিনে রিকশা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বলে বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়।

কথিত আছে সেই রেঙ্গুন থেকেই চট্টগ্রামে প্রথম রিকশা আসে ১৯১৯ সালের দিকে।

টুকরো খবর

পুরসভার বাস পার্কিং এলাকায় নতুন করে ইউনিয়ন অফিস খোলা নিয়ে বচসা, ইউনিয়ন অফিসে তালা ঝোলালো পার্কিং সংস্থা ও প্রাক্তন কাউন্সিলের

হাওড়া পুরসভার বাস পার্কিং এলাকায় নতুন করে ইউনিয়ন অফিস খোলা নিয়ে বচসা, ইউনিয়ন অফিসে তালা ঝোলালো পার্কিং সংস্থা ও প্রাক্তন কাউন্সিলর । ইউনিয়ন অফিসে তালা খুলতে এলে পার্কিং সংস্থার স্তাহে বচসা বাস মালিক এসোসিয়েশনের সমর্থকদের সাথে । ঘটনাস্থলে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ । বাস মালিকদের থানায় অভিযোগ জানানোর আবেদন পুলিশের । টেন্ডার মেনেই পার্কিং এর কাজ চলছে দাবি প্রাক্তন কাউন্সিলরের । হাওড়া পুরসভার ১৬ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরের দাবি, বেআইনি ভাবে বাস রাখছে বেসরকারি বাস মালিকরা । প্রসঙ্গত, 'গত দুবছর ধরে বাস মালিকরা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে বাস ডিপো, যাদের কোনও বৈধতা নেই', এই অভিযোগে হাওড়ার গোলাবাড়ির সিইএসসি অফিস সংলগ্ন বাস ডিপোর স্টার্টার রুমে শনিবার তালা ঝুলিয়ে দেন পিলখানার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর মহ রুস্তম। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বাস মালিকরা। তাঁদের অভিযোগ, এই ডিপো থেকে দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় ৩৭টি বাস চলাচল করছে। অথচ আমাদের অবৈধ বলে আজ সকালে রীতিমতো দাদাগিরি করে স্টার্টার রুমে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে যান তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর। উনি এখানকার টেন্ডার পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। আমরা এই নিয়ে বিধায়কের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে ওই কাউন্সিলর আমাদের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। এদিকে এদিন মহ রুস্তম দাবি করেন, এটা সরকারি জায়গা। পুরসভার জায়গা। এদের পারমিট নেই। জোর করে এরা কোভিডের সময় এখানে ঢুকে অবৈধভাবে গাড়ি রাখতে শুরু করে। ইউনিয়নের বোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। অবৈধ কাজে আমাদেরই বদনাম করা হচ্ছে। তাই আজ তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি। এদিকে, বাস মালিকরা এর প্রতিবাদে গোলাবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নরেন্দ্রপুরে কারখানা থেকে উদ্ধার এক যুবকের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ

নরেন্দ্রপুর নরেন্দ্রপুরে কারখানা থেকে উদ্ধার এক যুবকের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ। মৃতের নাম কাসেম আলি মোল্লা (৩৬)। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বনহুগলীর কর্মকার পাড়ায়। একটি ব্যানার ফেস্টুন তৈরির কারখানায় এই ঘটনা ঘটে। কারখানার মধ্যে থেকে ঝগড়া ঝামেলার আওয়াজ পায় এলাকার বাসিন্দারা। সেইসময় ২৩ জন ছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ভারি কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে মারা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাই কারখানার মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় নরেন্দ্রপুর থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য।

ডাম্পারের চাকা ফেটে মৃত্যু ব্যাক্তির লাশ পৌঁছালো বাড়িতে

কান্দি কান্দি থানার অন্তর্গত হাটপাড়া গ্রামে ডাম্ফারের চাকা ফেটে নিহত হয়ছে একজন এবং আহত একজন ।এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসছে হাটপাড়া গ্রামে।জানা গেছে গতকাল শনিবার বিকেল নাগাদ একটি ডাম্পার একটি চাকার টায়ার বাস্ট হয়ে প্রচন্ড আঘাতে মৃত্যু হয় কান্দির হাটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আতকুল সেখ নামে ২৪ বছরের যুবকের গ্রামবাসি জানান একটি ১০ চাকা ডাম্ফার গাড়ি বহরমপুর থেকে কান্দি দিকে যাওয়ার সময় কান্দি হাটপাড়ার রাজধানী গ্রামে টায়ার বাস্ট হয়ে বাইকে থাকা আতিকুল সেখ গুরুতর আঘাত লাগে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কান্দি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানান। মৃত আতিকুল সেখ হাটপাড়া থেকে জীবন্তির দিকে বাইক চালিয়ে আসার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি হাটপাড়ার অপর আরেক জন যুবক আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতলে চিকিৎসা চলছে।শুকবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে মৃত আতিকুলের লাশ বাড়িতে আসতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।গাড়িটিকে আটক করেছে কান্দি থানার পুলিশ।স্ত্রী শান্তনা বিবি সহ একটি ছেলে এবং পরিবারকে রেখে আসরের পর যানাজা সম্পূর্ণ করে শেষ বিদায় নিয়েছেন।

অবৈধ ভাবে নদীর চর থেকে বালি চুরি করার সময় হাতেনাতে পাকড়াও

নামখানা ঃ দিনের পর দিন প্রশাসনের নিয়মকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলছে অবৈধ বালি কারবার। এবার প্রশাসনিক তৎপরতায় বালি পাচার করার সময় একটি ভুটভুটিকে হাতেনাতে ধরে ফেলো প্রশাসনের আধিকারিকেরা। বাজেয়াপ্ত করা হলো ওই বালি ভর্তি ভুটভুটি টিকে। এমনই ঘটনা ঘটেছে নামখানা ব্লকের নাদাভাঙা এলাকাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেশ কয়েকদিন ধরে নামখানা ও কাকদ্বীপ ব্লকের বিভিন্ন নদী ও সমুদ্রে চড় থেকে অবাধে বালি কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা। ফুলে ফেঁপে উঠছে কাকদ্বীপের ও নামখানা ব্লকের সাদা বালির কারবার। এবার প্রশাসনের তৎপরতায় বালি ভর্তি ভুটভুটিকে আটক করল প্রশাসনের আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার নামখানা ব্লকের মুড়িগঙ্গা নদীর চর থেকে একটি ভুটভুটি অবৈধ বালি কেটে এনে নামখানা নাদাভাঙ্গা এলাকায় এনে মজুত করছিল। সেই খবর গোপন সূত্রে পাওয়ার পর নামখানার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফ দপ্তরের আধিকারিকেরা ও কাকদ্বীপ থানার আইসি শিবু ঘোষের নেতৃত্বে একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই ঘটনার স্থলে পৌঁছায় এবং হাতেনাতে পাকড়াও করে। এ বিষয়ে নামখানা ব্লকের ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক মনোজ চক্রবর্তী বলেন, দিনের পর দিন বিভিন্ন নদী ও সমুদ্রের চড় থেকে অবাধে বালি পাচার করে যাচ্ছিল অবৈধ কারবারিরা। আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই যে একটি ছোট ভুটভুটি করে মুড়িগঙ্গা নদীর চড় থেকে অবাধে বালি কেটে নদীর তীরে এনে মজুদ করছিল কিছু শ্রমিকেরা। এরপর পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা ওই এলাকায় পৌঁছায় এবং সেখানে গিয়ে দেখি একটি ছোট ভুটভুটি করে মুড়িগঙ্গা নদীর চর থেকে বালি কেটে এনে নদীর তীরে জড়ো করা হচ্ছে। এরপর আমরা ওই ভুটভুটিটিকে বাজেয়াপ্ত করি, এর পাশাপাশি ওই ভুটভুটির মালিক কে সতর্কীকরণের পাশাপাশি মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা করা হয়। আমরা এই অবৈধ বালি কারবার রুখতে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। অবৈধ বলি কারবারীদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরবর্তীকালে আরও কড়া পদক্ষেপ নেয়া হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
08.12.2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

এরশাদকে ছাড়া প্রথম নির্বাচনে জাতীয় পার্টির অবস্থান কি আরও নড়বড়ে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচন আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে করার পর এবার সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি 'সরকারি দল আওয়ামী লীগের পরামর্শেই' আলাদা করে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার রাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে জাতীয় পার্টির নেতাদের এক গোপন বৈঠকে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে আলোচনার পর এমন সিদ্ধান্তের কথাই জানিয়েছে দলটি। তবে প্রকাশ্যে নেতারা যাই বলুন, ত্রিশটিরও বেশি আসনে শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা যাতে জয়লাভ করতে পারে সেজন্য সরকারি দলের সাথে এক ধরণের 'গোপন সমঝোতা'র আভাস দিয়েছেন দলটির নেতারা। তারা বলছেন আলাদা নির্বাচন করলেও দলের সিনিয়র কয়েকজন নেতা যাতে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারেন সেজন্য সরকারি দল আওয়ামী লীগের 'সহযোগিতা প্রত্যাশা' করেছেন তারা। দলের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল হক চুন্নু অবশ্য বিবিসি বাংলাকে বলেছেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হলে এবং ভোটাররা ভোট দিতে পারলে আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট পেয়ে জাতীয় পার্টি আগের চেয়েও এবার নির্বাচনে ভালো ফল করবে বলেই বিশ্বাস তাদের।

ভারতে বিধানসভায় বিজেপির জয় কি আসলেই লোকসভা নির্বাচনের পূর্বাভাস?

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' (মোদী থাকলে সবই সম্ভব)- ২০১৯ সালে ভারতের লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই ছিল গেরুয়া শিবিরের স্লোগান।

এবছরের মে মাসে কর্নাটকে এবং গতবছরের শেষ নাগাদ হিমাচল প্রদেশে ভরাডুবির পর ভারতের পাঁচ রাজ্যে সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি হিন্দিভাষী রাজ্যেই বিজেপি'র জয়ের কৃতিত্বও তাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীর ঝুলিতেই দিচ্ছে দলটি।

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড় এই তিন রাজ্যের মধ্যে প্রথমটি ছাড়া বাকি দুটিতেই আবার কংগ্রেসকে হটিয়ে সরকার গঠন করছে তারা।

ভারতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি থাকতে 'সেমিফাইনালে' এই জয় গেরুয়া শিবিরের আত্মবিশাস দৃঢ় করেছে । কিন্তু প্রশ্ন হলো 'সেমিফাইনালের এই ট্রেন্ড' আসন্ন লোকসভা ভোটেও বজায় থাকবে কি?

সেমিফাইনালে ৩-১

বিধানসভা ভোটে তেলেঙ্গানাতে গেরুয়া শিবিরে তাদের পদ্ম ফোটাতে না পারলেও 'হিন্দি বেল্টে' বিপুল জয় হয়েছে বিজেপির।

মধ্যপ্রেদেশে ২৩০টির মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১৬৩টি, কংগ্রেস ৬৬। অন্যদিকে ছত্তীশগঢ়ে ৯০টি আসনের মধ্যে বিজেপির দখলে ৫৪টি।

দুটি আসনেই গতবারের তুলনায় বিজেপির ভোট কিছুটা বেড়েছে। রাজস্থানের ১৯৯টি আসনের মধ্যে ১১৫টি বিজেপির দখলে আর কংগ্রেস পেয়েছে ৬৯টি আসন।

তেলেঙ্গানায় ১১৯টি আসনের ৬৫টি কংগ্রেসের ঝুলিতে। সেখানে কংগ্রেসের ভোট যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে বিজেপির ভোটও।

মোটের উপর বিশ্লেষকদের মতে লোকসভা ভোটের আগে, 'সেমিফাইনালে' বিজেপির ৩-১ এর এই জয় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

কারণ, ইতিমধ্যে একাধিক বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে দলটিকে। মোদী-আদানি সম্পর্ক, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি, সীমান্তে চীনের অনুপ্রবেশ, একাধিক বিষয় নিয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের বিবাদের মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিরোধীরা সরব থেকেছেন।

এসবের মধ্যেই এই জয়কে মি. মোদী নিজেই 'ঐতিহাসিক' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

এর আগে, হিমাচলপ্রদেশ ও কর্ণাটকের নির্বাচনে বিজেপি ভাল ফল না করতে পারায়, বিরোধী দলগুলোর যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল, এই তিনটি জয়ের পর সেই বিশ্বাসে চিড় ধরেছে বলেই মনে করছে ক্ষমতাসীনরা।

সেই বিশ্বাস থেকেই মি. মোদী আরও একবার 'হ্যাটট্রিক'-এর 'গ্যারান্টি' দিয়েছেন। ফল ঘোষণার পরে তিনি বলেছিলেন, আজকের হ্যাটট্রিক ২০২৪-এর হ্যাটট্রিক-এর গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে দেখতে পাওয়া তথাকথিত 'মোদী ম্যাজিক'-রেশ কাটার আগেই ২০২৪ এর লোকসভা ভোট হোক এমনটাই চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সে কারণেই, ভোট এগিয়ে আনার একটি চিন্তার রয়েছে ক্ষমতাসীনদের, এমন কথাও আসছে ভারতীয় গণমাধ্যমে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কী বলছেন?

প্রসঙ্গত, রাজস্থান আর ছত্তিশগড়ে বিজেপি গেরুয়া পতাকা তুললেও সে অর্থে কংগ্রেসের ভোট ২০১৮-তুলনায় সে অর্থে বিশেষ কমেনি আর মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের ভোট প্রায় নয় শতাংশ কমলেও বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক বাড়ার কারণ অন্য। মনে করা হচ্ছে, বিএসপি সহ অন্যান্য দলগুলির ভোট নিজেদের দিকে টেনে লাভবান হয়েছে গেরুয়া শিবির।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র বলেছেন, এটা বিজেপির জন্য সেমিফাইনাল ছিল না। কারণ তারা ইতিমধ্যে ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। এটা সেমিফাইনাল ছিল বিরোধীদলের জন্য। মি মৈত্র তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এবং বিরোধীদের ফলাফলের ব্যাখ্যাও করেছেন।

তিনি বলেন, আসনের দিক থেকে দেখতে গেলে বিজেপি ভাল ফল করেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। অন্যদিকে এই তিনটে রাজ্যের নিরিখে গত লোকসভা ভোটে যেহেতু বিজেপি গত দু'বারই বেশ ভাল ফল করেছে, তাই সেখানে আর নতুন করে কিছু করার নেই।

তিনি বলেন, বিজেপির নিরিখে এই তিন রাজ্যে খুব একটা পরিবর্তন হবে এমনটা নয়। এটা বিজেপি কে উজ্জীবিত করবে। আর তাই এটা বিজেপির কাছে সেমিফাইনাল নয়, এটা ছিল প্র্যাকটিস ম্যাচ। এবং তাতে তারা ভাল ফল করেছে।

বিরোধীদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই তিন রাজ্যে কংগ্রেস এর আগে যা ভোট পেয়েছিল প্রায় তাইই পেয়েছে। গত লোকসভায় তারা যা ভোট পেয়েছিল তার তুলনায় ভোট বেড়েছে। সুতরাং আসনের হিসাবে কংগ্রেস পরাস্ত হলেও তাদের সমর্থকদের সংখ্যার যে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তেমনটা নয়। ঘটনাটা হল, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যেমন সপা, সিপিআইএম এদের নিজেদের ভোট শতাংশটা আলাদা ভাবে লড়ে এরা ধরে রাখতে পারেনি। এমন হতেই পারে এদের ভোটগুলিই বিজেপিতে চলে এসেছে। তিনটি রাজ্যের বিপুল জয় আসন্ন লোকসভা ভোটের পরিণামের ইঙ্গিত কিনা সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিবিসি বাংলা কে বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী যে ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে বিরোধীরা একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে, বা ২০২৩ এর বিধানসভা ভোটের ফলাফল ২০২৪ এর আসন্ন লোকসভা ভোটের ফল নির্ধারণ করে দিয়েছে, তেমনটাও নয়, বলেন তিনি।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর কার্যত 'কোণঠাসা' হতে হয়েছে দলটিকে। প্রশ্নের মুখে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বও।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর রাহুল গান্ধী অবশ্য 'জন আদেশ' মাথা পেতে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে জনগণের জন আদেশ আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। বিচারধারার লড়াই জারি থাকবে। তেলেঙ্গানার মানুষকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রজাপ্রিয় তেলেঙ্গানা বানানোর প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করব।

রাহুল গান্ধীর স্বীকারোক্তি অবশ্য তাঁকে শরিকদের তোপের মুখে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃনমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি 'ইন্ডিয়া জোটের' ও শরিক দলগুলির মধ্যে একটি, বলেছিলেন, এটা মানুষের হার নয়, কংগ্রেসের হার। মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধেই ভোট দিতে চেয়েছেন। তিনি 'ইন্ডিয়া জোটের' শরিক দলগুলির মধ্যে আসন ভাগাভাগির উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, আমরা বারবার বলেছি, আসন ভাগ কর, না হলে এটা হয় না।

কংগ্রেসের 'ভরাডুবির' ফলে শরিকদলের অনেকে 'ক্ষোভ' উগড়ে দিয়েছে। তারা কংগ্রেসের মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সহকারী সভাপতি ওমর আবদুল্লার কথায়, নির্বাচনের সময় কংগ্রেস যা বলেছিল তা ফাঁকা আওয়াজ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি জোটের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগও তোলেন তিনি।

এনসিপির প্রধান শরদ পাওয়ার মনে করেন, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মিজোরামের বিধানসভা নির্বাচনের ফলের প্রভাব বিরোধী জোটের উপর পড়বে না।

একই সুর ধরা পড়েছে শরিক দের অন্যান্য নেতাদের মধ্যেও।

ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ

এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ইন্ডিয়া জোট। তাদের শেষ বৈঠক হয়েছিল অগাস্ট মাসের শেষে মুম্বাইতে।

সে সময়ে, একাধিকবার আলোচনার পরেও কংগ্রেস হাইকমান্ড সারা দেশে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনার বিষয়ে 'উৎসাহ দেখায়নি' বলেই শরিক দলগুলোর মধ্যে অনেকে অভিযোগ জানিয়েছিল।

সম্প্রতি বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর তড়িঘড়ি একটি বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। ছয়ই ডিসেম্বর দিল্লিতে ভারতের শরিক দলগুলিকে নৈশভোজের জন্য ডাকা হয়েছিল বলে কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছিল।

কিন্তু তৃনমূলসহ একাধিক শরিক দল অভিযোগ করেছে, 'তাঁদের অনেকেই এই আমন্ত্রণের কথা জানতেনই না, বা তাঁদের জানানো হয়নি।'

এই পরিস্থিতিতে 'ইন্ডিয়া জোটের' বৈঠক বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে ওই জোটের শরিকদলগুলির সাংসদীয় নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক হওয়ার কথা।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ব্যর্থতা 'জোটের' উপর প্রভাব ফেলবে। একাধিক শরিক দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপও দেগেছে।

এর মধ্যে মমতা ব্যানার্জিকে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বে আনার কথা বলছে তার দল।

মোদীর জয়ের ইঙ্গিত?

ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলির মধ্যে 'কোন্দল' ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে পড়বে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

হিন্দি বলয়ে যেমন মোদীর জনপ্রিয়তা স্পষ্ট, তেমনি দক্ষিণে কংগ্রেস বাজি মাত করেছে।

তবে দক্ষিণে কর্ণাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ু মিলিয়ে আসন ১২৯টি, আর উত্তরে ২২৯টি।

দক্ষিণের ফলাফল লোকসভা ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে সে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

অন্যদিকে বিরোধী হিসেবে ইন্ডিয়া জোটের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীরা বিরোধীদের মতোই লড়াই করতে পারেন, নিজের নিজের জায়গায়। ২০০৪-এ পোস্ট পোল অ্যালায়েন্স যেমনটা হয়েছিল, তারা যদি ভাল ফল করে তাহলে সেটাই হবে।

সেভাবে তারা জিতবে। এই মুহূর্তে দক্ষিণ ভারতে বিজেপির ফল হয়ত ততটা ভাল না। আর হিন্দি হার্ট লাইন-এ বিজেপির ভাল ফল হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রশ্ন এটাও উঠেছে, তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পরিণামের ইঙ্গিত দেয় কি না।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মনে করেন এখনই অনুমান সম্ভব নয়। তাঁর কথায় ঠিক এভাবেই ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে বিপুল জয়ের পর অটল বিহারি বাজপেয়ী ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে এনেছিলেন।

কিন্তু তার পরিণাম ভাল হয়নি। কাজেই, সাম্প্রতিক তিন রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল দেখে ২০২৪ এর পরিণাম এখনই বলা সম্ভব নয়।

মোদী এগিয়ে আছেন এটা বলার কারণ, কংগ্রেসের পক্ষে ইন্ডিয়া জোটকে এখনই নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অবস্থায় নেই।

আর ছোট শরিক দলগুলির পক্ষে এখনই বিজেপির বিরুদ্ধে আগ্রাসনের সঙ্গে এগোন সম্ভব নয়।

তার একটা বড় কারণ তৃণমূলের মতো দলগুলি ইডি এবং সিবিআই-এর মতো গোয়েন্দা সংস্থাদের সামলাতেই ব্যস্ত।

নব্বই দশকে যে গান নিরাপদ সেক্স ও এইডস নিয়ে প্রচারণা চালিয়েছিল

নয়া দিল্লি ঃ বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় একটি ব্যান্ডদল নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে নিরাপদ সেক্স, এইচআইভি ও এইডস নিয়ে আলোচনার হাওয়া বেশ জোরেশোরেই বদলে দিচ্ছিল।

আটলান্টার পুরস্কার জয়ী ব্যান্ড টিএলসির তিন সদস্য ছিলেন টিয়োনে টিবজ ওয়াটকিন্স, লিসা লেফট আই লোপেজ ও রোজোন্ডা চিলি থমাস। ১৯৯৫ সালে এই ব্যান্ড তাদের ২য় অ্যালবাম 'ক্রেজিসেক্সকুল' - এর সিগনেচার গান 'ওয়াটারফলস' প্রকাশ করে।

ওয়ালটারফলস হল হালকা মিউজিকে আরঅ্যান্ডবি ও হিপহপের মিশেলে একটা গান, যেটা যে৷থভাবে লিখেছিলেন গীতিকার মার্কুইজ এথরিজ ও প্রযোজক সংস্থা অর্গানাইজড নয়েজ, সাথে ছিলেন লোপেজ। এই গানটি খুব দারুণভাবে টিএলসির তিন সদস্যের কন্ঠের প্রতিভাকে কাজে লাগায় ঃ ওয়াটকিন্সের একটু কর্কশ বর্ণনা, থমাসের মিষ্টি সুর সঙ্গে লোপেজের চমৎকার ও অভিনব ছন্দ।

এটার মূল ভাবনা ছিল সচেতনতা-নিজেকে ধ্বংসের যে ইচ্ছা সেটার বিরুদ্ধে একটা সতর্কতা, আবার একই সাথে এর সুরটা ছিল সহানুভূতিশীল এবং কাউকে কোন কিছু দিয়ে বিচার করা নয়। গানটির প্রথম অংশে একজন 'নিঃসঙ্গ মা' তার প্রিয় ছেলেকে মাদকের জগতে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে।

পরের অংশে আমরা একজন পুরুষের কথা শুনি যে প্রাকৃতিক চাহিদা থেকে প্রলোভনে পরে অরক্ষিত যে৷ন মিলন করে এবং কান্নাকাটিতে শেষ হয়। তিনটি বর্ণের শব্দ তাকে তার শেষ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

অরক্ষিত যৌন মিলন, বাছবিচারহীন এবং ভুল মানুষের সাথে চলাফেরার বিষয়ে আমাদের গানে একটা শক্ত বার্তা দিতে চেয়েছিলাম আমরা, ২০১৮ সালে গার্ডিয়ানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা করেন থমাস।

ওয়াটারফলসের বার্তাটা সবার ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি মনে করি সেকারণেই এটি এখন পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে হিট গান।

লোপেজ বলেন, তাদের প্রচারণায় কনডম ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে বাচ্চারা এ নিয়ে লজ্জা বা ভয় না পায়।

ওয়াটারফলসের এই চমকপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি টিএলসির জন্য ছিল খুবই স্বাভাবিক। এই তিনজন সবসময়ই নিরাপদ যৌন মিলন, যৌন মিলনের সুখ এসব নিয়ে ছিল সোচ্চার, যা তাদের মূলধারার স্রোতের বাইরেও উজ্জ্বল করে রেখেছিল। টিনএজ বয়সে যখন তাদের ১৯৯২ সালের সফল একক, আই অ্যাম নট টু প্রাউড টু বেগ, আবিষ্কার করি তখন আমি নিজেও খুব উত্তেজিত বোধ করি এবং একটু অবাকও হই। কারণ এই গানে তারা অলংকার হিসেবে বিভিন্ন রংয়ের কনডম ব্যবহার করে, যেখানে লোপসকে একটা কনডম তার চশমার লেন্সের জায়গায় পড়তে দেখা যায়। আমি নিজেকে একজন দূরদর্শী এবং ভিন্ন চিন্তার মানুষ মনে করি, ১৯৯৮ সালে ম্যাড রাইমস ম্যাগাজিনকে বলেন লোপেজ। উজ্জ্বল রং, কনডম, এসব সামান্য জিনিসই কিছু কিছু না কিছু যোগ করেছিল।

নিষ্ঠুর ও বাস্তব সত্য ঃ টিএলসি তাদের গানে সবসময় নিষ্ঠুর ও বাস্তব সব সত্যকে তুলে এনেছে, যার মধ্যে একটা ছিল যে এইচআইভি সবচেয়ে বেশি কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিন আমেরিকার মানুষদের আক্রান্ত করেছিল। যে বছর ওয়াটারফলস প্রকাশ হয়, সে বছর যুক্তরাষ্ট্রে এইডসে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ মারা যায়। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড পাবলিক সার্ভিসের প্রকাশিত এইচআইভিএইডস সার্ভিলেন্স রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৯৫ সালে কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিক পুরুষ (৫৪ শতাংশ) ও নারীদের (৭৬ শতাংশ) মধ্যে সবচেয়ে বেশি এইডস শনাক্ত হয়। টিএলসি এখন আলোচনায় কারণ তাদের নিয়ে একটা তথ্যচিত্র সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ডক 'এন' রোল চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। টিএলসি এমন একটা প্রকল্প যেটা দিয়ে আমি আমার শৈশবের সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করেছি, হাসিমুখে বলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গানের ভক্ত ম্যাট কে। এত মানুষের সাথে কথা বলেছি, সবার মধ্যেই টিএলসির মৌলিকতা, তাদের আদর্শ ও শিল্প যেটা তারা তৈরি করে গেছে, সেসব নিয়ে দারুণ শ্রদ্ধা দেখতে পেয়েছি। আর আমার মনে হয় এটা করে আমিও কিছু প্রশংসা পেয়েছি। টিএলসি হল যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া ব্যান্ড দল, তাদের ৬৫ মিলিয়নের উপর রেকর্ড বিক্রি হয়েছে।টিএলসি ফরএভার নামের এই তথ্যচিত্রে ব্যান্ডের সদস্যদের চমৎকার বন্ধন বিভিন্ন আর্কাইভ ফুটেজ ও ইন্টারভিউ থেকে ওয়াটকিন্স, থমাস এমনকি লোপেজেরও (যিনি ২০০২ সালে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় আকস্মিক মারা যান) নতুন চিন্তাভাবনার কথা বেশ প্রাণবন্তভাবেই উঠে এসেছে। একইসাথে তরুণী হিসেবে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও মিউজিক ইন্ড্রাস্ট্রিতে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন সেটাও উঠে এসেছে এই ডকুমেন্টারিতে। প্রেমিকের সাথে ঝগড়া ও তা থেকে বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ১৯৯৪ সালে লোপেজকে আটক হতে হয়, বিচারক তাকে মাদকাসক্তের চিকিৎসা নিতে নির্দেশ দেন এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হিসেবে তার কাউন্সেলিংয়ের আদেশ দেন। প্রচন্ড খ্যাতি ও সফলতা সত্ত্বেও, চুক্তির দুর্বলতা ১৯৯৫ সালে টিএলসিকে দেউলিয়া করে দেয়, অথচ ওয়াটারফলস তখন আন্তর্জাতিকভাবে সাফল্যের চূড়ায়। পরের কয়েক দশকে এইচআইভির চিকিৎসার ব্যাপক উন্নতি হলেও, ওয়াটারফলস কখনোই তার আবেদন ও আবেগের শক্তি হারায়নি। এই গানটি আশির দশকে এইচআইভি ও এইডসের বিষয়ে নানান রকম গুজব ও হোমোফোবিয়া থেকে মানুষের নজর এই বিষয়ে সচেতনতা ও নিরাপদ যে৷ন মিলনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। স্পষ্টভাষী পপ কালচার থেকে টিএলসির মতো উঠে আসা শিল্পীরা (আরও আছেন ম্যাডোনা, প্রিন্স ও ফ্র্যাঙ্কি গোজ টু হলিউড) - এবং রেড হট ও দ্যা টেরান্স হিগিন্স ট্রাস্টের মতো কিছু সংস্থা যারা এগুলো নিয়ে কাজ করেছে সে সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে তাদের অবদান ছিল বিশাল।